ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-120 ■ 31 January, 2026 ■ আগরতলা ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ১৭ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কুমারঘাটে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা

মৃত্যু ৪, আশঙ্কাজনক আরও ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। কুমারঘাটের আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের সিদংছড়া এলাকায় ভয়াবহ যানদুর্ঘটনা ঘটে। ওই এলাকায় লরি ও যাত্রীবাহী অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। ওই ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আরও দুইজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মালবাহী লরি ও যাত্রীবাহী অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটে। তাতে চারজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়।

ওই দুর্ঘটনায় আরও দুইজন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। সাথে সাথে দমকলবাহিনী ও পুলিশকে খবর দিয়েছেন এলাকাবাসী। দমকলকর্মীরা আহতদের তৎক্ষণাত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরও দুইজন চিকিৎসাধীন।

ওই দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন ভাস্কর গোস্বামী (৪৫), বাড়ি উত্তর পাবিয়াছড়া। তিনি অটোচালক। কাঞ্চনা চাকমা (৫৫), হরিশংকর দেবতাতা (৫২) এবং গরিমিলি চাকমা। ওই ঘটনায় আহতরা হলেন যাত্রাপথি চাকমা (৪২) এবং মায়ারানি দেবনাথ (৫৫)। তাঁদের কৈলাসহর জেলা হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বহি:রাজ্যের শিলচরে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, লরিচালক দুর্ঘটনার পরে পালিয়ে গেছেন। ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দ্রুতগামী বাইকের ধাক্কায় আহত শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। *দ্রুতগামী বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছে ৭ বছরের এক স্কুলপড়ুয়া ছাত্রী। ওই ঘটনায় বিশালগড় পূর্ব গকুলনগর স্কুল সংলগ্ন এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, স্কুলের যাওয়ার জন্য শিশুটি রাস্তা পার করছিল। ঠিক সেই সময় দ্রুতগতিতে আসা একটি বাইক তাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় শিশুটি রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশালগড় দমকলকর্মীরা। তারা তাৎক্ষণিকভাবে আহত শিশুটিকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে*

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রেমিক যুগলের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। একইসঙ্গে প্রেমিক যুগলের মর্মান্তিক পরিণতির ঘটনা সামনে এসেছে। আজ সকালে যাত্রাপুর থানার মাছিমা লুদ্দামুড়া এলাকা থেকে প্রেমিক যুগলের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনাকে ঘিরে এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জানা যায়, কয়েক মাস আগে থেকেই রাকেশ মিয়া ধনপুর বিধানসভা এলাকার উত্তর পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙ্গামাড়া বাজারে সেলুনের কাজ করতেন। তার বাড়ি উদয়পুর মহকুমার মাথাবাড়ি বিধানসভায় অবস্থিত গঙ্গাছড়া এলাকায়। নিশা মল্লিকও ওই এলাকার বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরে তাদের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহিদ দিবসে গান্ধীকে শ্রদ্ধা

স্বদেশী ভাবনা আজও প্রাসঙ্গিক ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি।। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, জাতির জনকের আদর্শ এবং স্বদেশির উপর তাঁর জোর আজও আত্মনির্ভর ও উন্নত ভারতের লক্ষ্যে এগিয়ে চলার পথে পথপ্রদর্শক। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শত শত প্রণাম। পূজ্য বাপু সর্বদা স্বদেশির উপর বিশেষ জোর দিতেন, যা উন্নত ও আত্মনির্ভর ভারতের সংকল্পের একটি মূল ভিত্তি। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম দেশবাসীকে চিরকাল কর্তব্যের পথে চলতে অনুপ্রাণিত করবে।"

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তাঁর চিন্তাধারা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবে। তিনি লেখেন, "মহাত্মা গান্ধির মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে অগণিত প্রণাম। ভাষা, অঞ্চল ও জাতিভেদে বিভক্ত দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন মহাত্মা। স্বদেশি, স্বাধীনতা ও পরিচ্ছন্নতার ভাবনাকে একসূত্রে গেঁথে তিনি গড়ে তুলেছিলেন এক গৌরবময় ভারতের স্বপ্ন, যা আজও আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়।"

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গরকড়িও গান্ধিজির মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে পোস্ট করেন, "জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম।"

কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুও বিস্তারিত বার্তায় গান্ধিজির বিশ্বব্যাপী প্রভাব ও নৈতিক দর্শনের কথা তুলে ধরেন। তিনি লেখেন, "জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধা। সত্য, অহিংসা ও সম্প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর জীবনদর্শন কেবল ভারত নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য শান্তি, নীতি ও মানবিক মর্যাদার দিশারি। সহমর্মিতা, সহনশীলতা ও সামাজিক সম্প্রীতি নিয়ে তাঁর ভাবনা একটি ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে।" মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি, যিনি মহাত্মা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গে নির্বাচনে বিজেপির সাংগঠনিক দায়িত্বে ত্রিপুরার ২০ নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জানুয়ারি।। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে সাংগঠনিক দায়িত্ব সামলাবেন ত্রিপুরা থেকে প্রায় ২০ জন নেতৃত্ব। আজ কলকাতায় বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে তাঁদের সকলকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিনের ওই বৈঠকে ত্রিপুরা থেকে মন্ত্রী রতন লাল নাথ, মন্ত্রী কিশোর বর্মণ, বিধায়ক ভগবান দাস, বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিধায়ক শম্ভু লাল চাকমা, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক অমিত রক্ষিত, প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত সহ প্রায় কুড়ি জন নেতৃত্ব অংশ নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন বিজেপির জন্য এখন একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, বিহারের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকসভায় অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫ পেশ

শহুরে জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বাংলা ভাষাভাষীর ভূমিকা অপরিহার্য

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি ।। শুক্রবার লোকসভায় পেশ করা অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫-এ দেশের বিভিন্ন শহরে কর্মরত "বাংলা ভাষাভাষী" পরিযায়ী শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সমীক্ষায় নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে উপযুক্ত নীতি প্রণয়ন করা হয়।

সমীক্ষায় সাম্প্রতিক গুরুগ্রামের একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত পদক্ষেপের আশঙ্কায় বহু বাংলা ভাষাভাষী পরিযায়ী সাফাইকর্মী ও গৃহকর্মী শহর ছেড়ে চলে যান।

অভিযোগ, তাঁদের অবৈধ অভিবাসী ও রোহিঙ্গা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছিল, যার ফলে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়।

এই আকস্মিক প্রস্থানের ফলে গুরুগ্রামের একাধিক এলাকায় ঘরে ঘরে আবর্জনা সংগ্রহের ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। রাস্তাঘাট ও আবাসিক এলাকায় জমে ওঠে আবর্জনা, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত অনানুষ্ঠানিক পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নির্ভর করেই মূলত শহরের স্যানিটেশন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। তাঁদের অনুপস্থিতিতে প্রায় রাতারাতি এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে।

প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাবে বহু বাসিন্দা বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগতভাবে আবর্জনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে বা অস্থায়ী যানবাহন ভাড়া করতে শুরু করেন, যার জন্য গুনতে হয় অনেক বেশি খরচ। শুধু স্যানিটেশন নয়, গৃহসহায়ক, রান্নার কাজের কর্মী ও অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক পরিষেবা প্রদানকারীরাও শহর ছেড়ে যাওয়ায় বিপর্যয় আরও বাড়ে। বহু পরিবার নতুন কর্মী খুঁজে পেতে সমস্যায় পড়ে এবং এর ফলে মজুরি ও পরিষেবা খরচ হঠাৎ করেই বেড়ে যায়।

প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা তাঁর প্রতিবেদনে শহুরে জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বাংলা ভাষাভাষী ও অন্যান্য পরিযায়ী অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকদের অপরিহার্য ভূমিকার কথা তুলে ধরেছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, অনানুষ্ঠানিক শ্রম প্রায়শই সরকারি স্বীকৃতির বাইরে থাকলেও, তাদের অনুপস্থিতি খুব দ্রুত শহরের স্বাভাবিক পরিষেবা ব্যবস্থা অচল করে দিতে পারে। এই পরিস্থিতি শহুরে কেন্দ্রগুলিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা, অন্তর্ভুক্তি ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর নীতির প্রয়োজনীয়তাকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

এডিসি নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠকে রণকৌশল তৈরি

২৮টি আসনেই লড়াইয়ে প্রস্তুত বিজেপি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। আসন্ন টিটিএএডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ ভারতীয় জনতা পার্টি, ত্রিপুরা প্রদেশ কার্যালয়ে আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে আগামী এডিসি নির্বাচনের রূপরেখা এবং রণকৌশল তৈরি হয়েছে বলেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। তবে শরিক দল তিপ্রা মথার সঙ্গে জোটে যাবেন কিনা সে প্রশ্ন ফের একবার হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সামনেই এডিসি নির্বাচন। ফলে দলীয় কর্মীদের নিয়ে রণকৌশল তৈরি করার লক্ষ্যেই আজকের এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামীদিনে এডিসি এলাকায় ২৮টি আসনেই লড়াই করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপি। তিনি বলেন, বিধানসভায় তিপ্রা মথার সঙ্গে শরিক হলেও এডিসিতে তারা বিরোধী। ফলে তাদের সঙ্গে জোট হবে কিনা সেই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়নি, সেটি পরের ব্যাপার।

তিনি আরো বলেন, উন্নয়নের মাধ্যমেই

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশে বড়সড় রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। জনস্বার্থে ত্রিপুরা পুলিশ দপ্তরে একযোগে বড়সড় রদবদল করা হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তরের রিজার্ভ শাখা থেকে জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী মোট ১৬ জন পুলিশ আধিকারিককে বদলি ও নতুন পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে।

GOVERNMENT OF TRIPURA
POLICE HEADQUARTERS, TRIPURA
RESERVE SECTION

ORDER

পুলিশ সদর দপ্তরের আদেশ অনুযায়ী, বিভিন্ন থানার ওসি, জেলা ও বিশেষ শাখায় কর্মরত ইনস্পেক্টর ও সাব-ইনস্পেক্টরদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বদলি করা হয়েছে। বদলির তালিকায় রয়েছেন বিলোনিয়া, ফটিকরায়, লেফুঙ্গা, পানিসাগর, মধুপুর, কদমতলা, এডি নগর, এয়ারপোর্ট থানা সহ উত্তর, দক্ষিণ, গোমতী ও উনকোটি জেলার একাধিক পুলিশ আধিকারিক।

আদেশ অনুযায়ী, নিলোনিয়া থানার ওসি ইনস্পেক্টর শিবু রঞ্জন দে-কে উত্তর জেলার ডিআইবি-তে নিয়োগ করা হয়েছে। উত্তর জেলায় কর্মরত ইনস্পেক্টর সঞ্জিত সেনকে বিলোনিয়া থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ফটিকরায় থানার ওসি ইনস্পেক্টর পার্থ নাথ ভৌমিককে টিপিসিবিতে বদলি করা হয়েছে, অন্যদিকে লেফুঙ্গা থানার ওসি সাহেব দাসকে ফটিকরায় থানার ওসি করা হয়েছে।

এছাড়াও গোমতী জেলা, পানিসাগর, মধুপুর, কদমতলা, শিধাই, কলমচৌড়া, নাটুন বাজার, এডি নগর

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন রেগা বাতিলের দাবি

কং-এর ৪ ঘণ্টার গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী কাজ কর্মের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে কংগ্রেস দল। সত্য ও অহিংসার প্রবক্তা ও জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এসটিএফের অভিযানে উদ্ধার অস্ত্র, টাকা গোনার মেশিন সহ বাজেয়াপ্ত ৩ লক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ জানুয়ারি।। ধর্মনগর ভাগ্যপুর পঞ্চায়েত এলাকায় কুখ্যাত নেশা কারবারি হাফিজ মিয়ার বাড়িতে এসটিএফ ও বিএসএফ যৌথ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে ধারালো অস্ত্র, নগদ তিন লক্ষ টাকা, টাকা গোনার মেশিন, নেশা বাণিজ্যের হিসাবের খাতা, নেশা সামগ্রী প্যাকেট করার কাজে ব্যবহৃত পলিথিনের খালি প্যাকেট উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হাবিজ মিয়া দীর্ঘদিন ধরে নেশা পাচার ও

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাওড়া মার্কেট ও যানজট

মেয়রের পৌরহিত্যে দুটি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের উপস্থিতিতে শুক্রবার শহর সংক্রান্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পৃথক এই দুই বৈঠকে হাওড়া মার্কেটের পরিস্থিতি এবং

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,৩১ জানুয়ারি, ২০২৬ইং
১৭ মাঘ, শনিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ডিজিটাল আসক্তি নিয়া গভীর উদ্বেগ

২০২৬ সালের জানুয়ারির শেষে পেশ করা ভারতের বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষায় শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের ডিজিটাল আসক্তি নিয়া গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে।প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভি. অনন্ত নাগেশ্বরণ এই সমীক্ষায় সমাজমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে বয়স-ভিত্তিক বিধিনিষেধ আরোপের জোরালো সুপারিশ করিয়াছেন। অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সের মতো দেশগুলির পথ অনুসরণ করিয়া ভারতও শিশুদের জন্য সমাজমাধ্যম নিষিদ্ধ বা সীমিত করার কথা ভাবিতেছে। নাবালকদের জন্য নির্দিষ্ট বয়সসীমা যেমন ১৬ বছর নির্ধারণ করা হইতে পারে।প্ল্যাটফর্মগুলিকে এজ ভেরিফিকেশন বা বয়স যাচাইয়ের জন্য কড়া নির্দেশ দেওয়া হইতে পারে।জুয়া খেলার অ্যাপ, ভিডিওর 'অটো-প্লে' ফিচার এবং শিশুদের লক্ষ্য করিয়া দেখানো বিজ্ঞাপনের ওপর রাশ টানিবার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে।করোনা পরবর্তী সময়ে শিশুদের মধ্যে পর্দার সামনে থাকিবার প্রবণতা মারাত্মক বাড়িয়াছে। এটি কমাইতে স্কুলগুলিতে অনলাইন ক্লাসের সংখ্যা কমাইয়া সরাসরি পঠনপাঠনে জোর দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে।অনলাইন ক্লাসের জন্য নির্দিষ্ট বয়স নির্ধারণ করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।শিক্ষামূলক কাজের জন্য সাধারণ ফোনের মতো 'সিম্পল ডিভাইস' বা শুধু পড়ার উপযোগী ট্যাবলেটের প্রচার বাড়ানোর কথা ভাবা হইতেছে।সরকারের পক্ষ থেকে ডিজিটাল আসক্তিকে একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে দেখা হইতেছে। , কারণ:এটি শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলিতেছে।উদ্বেগ, বিষণ্ণতা ও ঘুমের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।দীর্ঘমেয়াদে এটি শিক্ষার্থীদের উৎপাদনশীলতা এবং সামাজিক দক্ষতা কমাইয়া দিতেছে।সাইবার বুলিং এবং ক্ষতিকারক কন্টেন্ট থেকে শিশুদের সুরক্ষা দেওয়া এখন বড় চ্যালেঞ্জ।শুধু আইন নয়, অভিভাবকদের সচেতনতাকেও গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। পরিবারগুলিকে ''ডিজিটাল ডায়েট'' মানিয়া চলা এবং বাড়িতে ফোন-মুক্ত সময় কাটানোর পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।এই সুপারিশগুলি বর্তমানে আলোচনার স্তরে রহিয়াছে এবং সরকার এটি কার্যকরের জন্য আইনি কাঠামো তৈরির প্রস্তুতি নিতেছে।

শিশু স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিয়া সরকারকে এই ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। কেননা বর্তমানে শিশুরা মোবাইল ফোনের প্রতি মারাত্মকভাবে আকৃষ্ট হইতেছে। একাংশের অভিভাবক তাহাদের সন্তানদের শান্ত রাখিবার কৌশল হিসেবে মোবাইল ফোন তাহাদের হাতে তুলিয়া দিতেছে। এই ধরনের প্রবণতা মারাত্মক ঝুঁকির দিকে সন্তানদের প্রভাবিত করিতেছে। চোখ ও স্নায়ুর সমস্যা তাহাতে বাড়িতেছে। অনেকে জানিয়া শুনিয়াও এই ধরনের কাজ করিতেছেন। খেয়ালের বশে কত বড় সর্বনাশ করা হইতেছে তাহা ভাবিতেছেন না। অভিভাবকরা সচেতন হইলে সরকারকে এই ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইতো না। যেহেতু একাংশের অভিভাবক অসচেতনতার পরিচয় দিতেছেন সেই কারণেই সরকারকে এই বিষয়ে আপনার চিন্তা করিতে হইতেছে। সরকারের এই ধরনের চিন্তাধারা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলিয়া গণ্য হইবে।

ইউজিসি বিতর্ক ও ভারতের উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যত

ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে এক গভীর সংকট ও পুনর্বিবেচনার সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (ইউজিসি)-এর প্রণীত নতুন 'ইকুইটি রেগুলেশন' এবং সেই বিধির ওপর সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ শুধু একটি প্রশাসনিক বা আইনি ঘটনা নয়। এটি দেশের শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধের একটি বড় পরীক্ষাও বটে। এই বিতর্ক আমাদের সামনে একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরেছে। তা হল, উচ্চশিক্ষায় কীভাবে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলা যায়, যেখানে একদিকে সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে সমতা ও স্বাধীনতার মৌলিক নীতিও অক্ষুণ্ণ থাকবে? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্য দিয়েই ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে।

ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন গত ১৩ জানুয়ারি ''উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমতা বৃদ্ধি'' সংক্রান্ত যে নতুন নিয়মাবলি প্রকাশ করেছে, তা নিয়ে বর্তমানে দেশজুড়ে বিতর্ক তুঙ্গে। পুরানো ২০১২ সালের নিয়মাবলি থাকা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জাতিগত বৈষম্য ও হেনস্থার ঘটনা (যেমন: রোহিত ভেমুলা বা পায়েল তাদভির মৃত্যু) থামানো সম্ভব হয়নি। মূলত সেই প্রেক্ষাপটেই এই কঠোর নিয়মগুলো আনা হয়েছে। আগে বৈষম্যমূলক আচরণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সরাসরি দায়বদ্ধ করা কঠিন ছিল। নতুন নিয়মে উপাচার্য বা অধ্যক্ষদের সরাসরি আইনিভাবে দায়বদ্ধ করা হয়েছে। ২০১২ সালের নিয়মে ওবিসি বা আর্থিকভাবে অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা অস্পষ্ট ছিল। ২০২৬-এর নিয়মে তাঁদের স্পষ্ট সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি কলেজে যাতে অভিযোগ জানানোর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট জায়গা থাকে, তা নিশ্চিত করতেই এই নিয়ম।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এবং ইউজিসি এই নতুন বিধিমালার মাধ্যমে কয়েকটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ করতে চেয়েছে। উচ্চশিক্ষা ক্যাম্পাসে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ বা শারীরিক অক্ষমতার ভিত্তিতে যে কোনো ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে ''জিরো টলারেন্স'' বা কঠোরতম অবস্থান নেওয়া। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কেন্দ্র তৈরি করা যা শুধুমাত্র সমতা বজায় রাখা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির কাজ করবে।যদি কোনো প্রতিষ্ঠান এই নিয়ম না মানে, তবে তাদের গ্রান্ট (টাকা) বন্ধ করে দেওয়া বা এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা কেড়ে নেওয়ার মতো কঠোর লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এনইপি ২০২০-র লক্ষ্য অনুযায়ী পিছিয়ে পড়া শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসে একটি নিরাপদ ও সম্মানজনক পরিবেশ তৈরি করা। কেন্দ্রীয় সরকারের এই মহৎ লক্ষ্যের মাঝেও বিতর্কের কারণ হলো, অভিযোগ উঠেছে যে এই নিয়মে ''সাধারণ শ্রেণি''-র পড়ুয়াদের অধিকার বা তাঁদের প্রতি হওয়া বৈষম্যের কোনো জায়গা রাখা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টও মনে করেছে যে, এই নিয়মগুলি কেবল একপক্ষকে গুরুত্ব দিচ্ছে যা সমাজকে বিভক্ত করতে পারে।

এই রেগুলেশনের বিরুদ্ধে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে গত ২৯ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নেয়। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ যে রায় দেন। সুপ্রিম কোর্ট ২০২৬ সালের এই নতুন নির্দেশিকার ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছে। অর্থাৎ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নিয়মগুলি কার্যকর করা যাবে না। আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে, যতদিন না এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত ২০১২ সালের পুরনো অ্যান্টি-ডিসক্রিমিনেশন নিয়মগুলোই কার্যকর থাকবে। আদালত মৌখিকভাবে মন্তব্য করেছে যে, এই নিয়মগুলি 'অস্পষ্ট' এবং এগুলির 'অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা' প্রবল। শীর্ষ আদালত পরামর্শ দিয়েছে যে, প্রখ্যাত আইনবিদ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে এই নিয়মগুলি পুনরায় পর্যালোচনা করা উচিত। শুনানি চলাকালীন আদালত প্রশ্ন তোলে যে, কেন জাতিভিত্তিক বৈষম্যকে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে যখন সাধারণ বৈষম্যের সংজ্ঞায় সবরকম হেনস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকে। আদালত আরও জিজ্ঞাসা করেকেন ''র‍্যাগিং''-এর মতো বিষয়গুলিকে এর বাইরে রাখা হয়েছে? স্বাভাবিকভাবেই, ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে দীর্ঘদিন ধরেই সামাজিক বৈষম্যের প্রভাব বিদ্যমান। স্বাধীনতার পর সংবিধান প্রণয়নের সময়ই সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির উন্নয়নের কথা গুরুত্বের সঙ্গে বলা হয়েছিল। সংরক্ষণ নীতি, বৃত্তিব্যবস্থা, বিশেষ সহায়তা কর্মসূচি, এই সবকিছুই এসেছে সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে। তবু বাস্তবে দেখা গেছে, বহু শিক্ষার্থী এখনও জাত, শ্রেণি ও সামাজিক পরিচয়ের কারণে বৈষম্যের শিকার হন। বিশেষ করে কিছু নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দলিত ও আদিবাসী শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার ঘটনা সমাজকে নাড়া দিয়েছে। এসব ঘটনার পরই উচ্চশিক্ষায় সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করার প্রশ্ন নতুন করে সামনে এসেছে। এই পটভূমিতেই ইউজিসির নতুন ইকুইটি রেগুলেশনের জন্ম।

ইউজিসির ঘোষিত নতুন নিয়মের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৈষম্য, হয়রানি ও সামাজিক অবমাননা বন্ধ করা। এর মাধ্যমে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কমিটি গঠন, অভিযোগ নিষ্পত্তির পৃথক ব্যবস্থা এবং সংবেদনশীলতার প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়েছিল। তাত্ত্বিকভাবে এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।কারণ, একটি গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষাঙ্গন হওয়া উচিত সবচেয়ে নিরাপদ ও মানবিক স্থান। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয়েছে এই নিয়মের বাস্তব কাঠামো নিয়ে। অনেকের মতে, এই বিধিতে সব শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হয়নি। কিছু শ্রেণির জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখা হলেও অন্যদের জন্য স্পষ্ট পথ নির্ধারিত হয়নি। ফলে ন্যায়ের নামে বৈষম্যের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই বিতর্কের মধ্য দিয়ে ভারতের সমাজে দুটি স্পষ্ট প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। প্রথমত, একাংশ মনে করছে যে নতুন নিয়ম সমাজে দীর্ঘদিনের বৈষম্য দূর করার একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। তাদের মতে, উচ্চশিক্ষায় দলিত, আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এখনও নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হন। এই প্রেক্ষাপটে বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা ন্যায্য। অন্যদিকে, আরেক অংশের ধারণা, এই নিয়ম সমাজকে আরও বেশি ভাগে ভাগ করে দিতে পারে। তাদের বক্তব্য, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য আলাদা নিয়ম তৈরি হলে 'সমতার' বদলে 'পার্থক্য' আরও গভীর হবে। ফলে সমাজে এখন একটি দ্বন্দ্ব স্পষ্ট: একদিকে রয়েছে সামাজিক ন্যায়ের দাবি, অন্যদিকে রয়েছে সমান অধিকারের প্রশ্ন। এই দ্বন্দ্বই ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা নীতির ক্ষেত্রে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

ইউজিসি বিতর্কে রাজনীতিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘনিষ্ঠ মহল দাবি করছে, এই নীতির মূল উদ্দেশ্য হল ''ইনক্লুসিভ এডুকেশন'' বা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। তাদের মতে, এটি সংবিধানের সামাজিক ন্যায়ের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিরোধী দলগুলো অভিযোগ করছে, সরকার যথাযথ আলোচনার মাধ্যমে এই নিয়ম তৈরি করেনি। সংসদীয় কমিটির পরামর্শ উপেক্ষা করা হয়েছে বলেও তারা দাবি করেছে। অনেক বিরোধী নেতা এটিকে ''তাড়াহুড়ো করে নেওয়া রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত'' বলে বর্ণনা করেছেন। এই বিতর্কের পেছনে ভোটব্যাংকের রাজনীতিও কাজ করছে বলে অনেক বিশ্লেষকের মত। সংরক্ষিত শ্রেণির ভোটারদের সমর্থন ধরে রাখা এবং মধ্যবিত্ত ও সাধারণ শ্রেণির অসন্তোষ সামাল দেওয়া, এই দুইয়ের ভারসাম্য বজায় রাখাই এখন রাজনৈতিক দলগুলোর বড় চ্যালেঞ্জ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া এসেছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। একাংশ শিক্ষার্থী এই নিয়মকে স্বাগত জানিয়েছে। বিশেষ করে প্রান্তিক সমাজ থেকে আসা ছাত্রছাত্রীরা মনে করছে, এই বিধি তাদের অভিযোগ জানানোর জন্য একটি শক্তিশালী মঞ্চ দেবে। তাদের মতে, প্রশাসনের কাছে পৌঁছানো সহজ হবে, হয়রানির ঘটনায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে এবং আত্মসম্মান ও নিরাপত্তা বাড়বে। অন্যদিকে, অনেক শিক্ষার্থী মনে করছে এই নিয়ম তাদের প্রতি অবিচার করছে। বিশেষ করে জেনারেল ক্যাটাগরির শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ বেশি। তাদের অভিযোগ, অভিযোগ জানানোর সমান সুযোগ নেই, ভবিষ্যতে ভুল মামলায় হয়রানির আশঙ্কা এবং শিক্ষাঙ্গনে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হতে পারে। এই অনিশ্চয়তার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক চাপও বাড়ছে। পড়াশোনার বদলে আন্দোলন ও প্রতিবাদে সময় যাচ্ছে। ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বাড়ছে। তাতে, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কেও প্রভাব পড়ছে। অনেক শিক্ষাবিদ মনে করছেন, এই পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে শিক্ষার মান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এই বিতর্কে সামাজিক মাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। টুইটার, ফেসবুক, ইউটিউব ও ইনস্টাগ্রামে হাজার হাজার পোস্ট, ভিডিও ও আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি জাতীয় আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। অনলাইন পিটিশন, ডিজিটাল ক্যাম্পেইন এবং ভার্চুয়াল প্রতিবাদ এখন শিক্ষার্থীদের নতুন অস্ত্র। এই প্রবণতা একদিকে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ বাড়িয়েছে, অন্যদিকে অনেক সময় বিভ্রান্তি ও অতিরঞ্জনের জন্মও দিয়েছে। ফলে বিষয়টি শুধু আদালত বা ক্যাম্পাসে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং জাতীয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এখন শিক্ষার্থীদের একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করেছে।

এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আদালত স্পষ্ট করেছে, সামাজিক ন্যায়ের নামে এমন কোনো বিধি গ্রহণযোগ্য নয়, যা মৌলিক অধিকারে আঘাত হানে বা সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে। স্থগিতাদেশের মাধ্যমে আদালত সরকার ও ইউজিসিকে আত্মসমালোচনার সুযোগ দিয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে বিচারব্যবস্থা এখনও সাংবিধানিক ভারসাম্যের রক্ষক হিসেবে কাজ করছে।বিশ্বের বহু দেশেই উচ্চশিক্ষায় বৈষম্য রোধে বিশেষ নীতি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন, ইউরোপে সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচিসবই একই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তৈরি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব নীতি সর্বজনীন অভিযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। ভারতের ক্ষেত্রেও সেই মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে।

এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে হলে কয়েকটি পদক্ষেপ জরুরি। প্রথমত, সব শিক্ষার্থীর জন্য সমান ও স্বচ্ছ অভিযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। দ্বিতীয়ত, নীতি প্রণয়নের আগে বিস্তৃত পরামর্শ প্রক্রিয়া চালু করা। তৃতীয়ত, শিক্ষক ও প্রশাসকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা। চতুর্থত, ক্যাম্পাসে সংলাপ ও সহনশীলতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা। আইন একা কখনোই সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন নৈতিকতা ও মানবিকতা।

শিক্ষা কোনো রাজনৈতিক অস্ত্র নয়। এটি একটি জাতির ভবিষ্যৎ গঠনের প্রধান মাধ্যম। যদি শিক্ষাঙ্গন বিভাজন, অবিশ্বাস ও সংঘাতের কেন্দ্র হয়ে ওঠে, তাহলে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। সুতরাং এই বিতর্ককে শুধুমাত্র দলীয় দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। এটি জাতীয় স্বার্থের বিষয়। এই পরিস্থিতিতে ইউজিসি ও সরকারের সামনে তিনটি দায়িত্ব সবচেয়ে জরুরি। প্রথমত, সব শ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য সমান ও স্বচ্ছ অভিযোগ ব্যবস্থা তৈরি করা। দ্বিতীয়ত, নীতি প্রণয়নের আগে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করা। তৃতীয়ত, আইন প্রয়োগের পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গনে সংলাপ ও সহনশীলতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা। আইন একা কখনোই সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন বিশ্বাস ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা।ইউজিসি বিতর্ক ভারতের উচ্চশিক্ষার একটি সন্ধিক্ষণ। এটি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে, ন্যায় ও সমতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা কতটা কঠিন, আবার কতটা জরুরি। এই সংকটকে যদি আমরা সংলাপ, যুক্তি ও সংবেদনশীলতার মাধ্যমে মোকাবিলা করতে পারি, তাহলে তা ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করবে। অন্যথায়, এই বিতর্ক শুধু আরেকটি হারানো সুযোগ হিসেবেই ইতিহাসে জায়গা নেবে। ভারতের উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আজকের সিদ্ধান্তের ওপর। তাই প্রয়োজন দায়িত্বশীলতা, দূরদৃষ্টি ও সাহসী সংস্কার।

ভারত-ইইউ অংশীদারিত্ব চুক্তি আমাদের ভবিষ্যতের পথনির্দেশিকা

পীযূষ গোয়েল
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অর্থনৈতিক কূটনীতির একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হল ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি। এটি লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, ভারতের যুবক ও কৃষকদের জন্য বিশাল সুযোগ তৈরি করবে এবং প্রায় ২০০ কোটি মানুষের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করবে, যারা সম্মিলিতভাবে বিশ্ব অর্থনীতির এক-চতুর্থাংশের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

বিশ্বের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিটি এযাবৎকালের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্য চুক্তি। আসলে, এটি নিছক একটি বাণিজ্য চুক্তির চেয়েও অনেক বেশি কিছু। এটি একটি ব্যাপক অংশীদারিত্বকে প্রতিনিধিত্ব করে যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, প্রতিরক্ষা এবং সেমিকন্ডাক্টরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি ভারতের প্রতিটি অঞ্চল এবং নাগরিককে, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উপকৃত করবে। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি নিয়মভিত্তিক বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক নীতিতে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে, যা ভারতকে দেশীয় ও বিদেশী বিনিয়োগের জন্য আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে। এটি ক্ষুদ্র ব্যবসা, স্টার্টআপ এবং কর্মীদের জন্য অসংখ্য সুযোগ তৈরি করবে।

গোটা পৃথিবী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই ঘোষণাকে সাধুবাদ জানিয়েছে এবং এটিকে 'সব চুক্তির সেরা চুক্তি' বলে অভিহিত করেছে। আন্তর্জাতিক অনিশ্চয়তার এই সময়ে এটি স্থিতিশীলতাকে আরও জোরদার করবে। এই চুক্তিটি ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নকে উন্মুক্ত বাজার, পূর্বাভাসযোগ্যতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

ভারত বাণিজ্যমূল্যের দিক থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে তার ৯৯ শতাংশেরও বেশি রপ্তানির জন্য অভূতপূর্ব বাজার সুবিধাকে নিশ্চিত করেছে, যা ''মেক ইন ইন্ডিয়া'' উদ্যোগকে জোরালোভাবে শক্তিশালী করবে। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি বস্ত্র, পোশাক, চামড়া, জুতো, সামুদ্রিক পণ্য, রত্ন ও গহনা, হস্তশিল্প, প্রকৌশল পণ্য এবং অটোমোবাইলসের মতো শ্রম-নিবিড় খাতগুলোকে একটি নির্ণায়ক গতি প্রদান করবে।

এটি প্রায় ৩৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ভারতীয় রপ্তানির উপর আরোপিত ১০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বিলুপ্ত করবে। এই চুক্তিটি শ্রমিক, কারিগর, নারী, যুবক এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলোকে ক্ষমতায়ন করবে। সেই সাথে ভারতীয় ব্যবসাগুলোকে আন্তর্জাতিক মূল্য শৃঙ্খলে আরও গভীরভাবে একীভূত করবে এবং বিশ্ব বাণিজ্যে একটি প্রধান সরবরাহকারী হিসেবে ভারতের ভূমিকাকে শক্তিশালী করবে।

এই চুক্তিটি ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের জন্য চলাফেরাকে সহজ করবে এবং শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, আর্থিক পরিষেবা এবং কম্পিউটারের মতো ক্ষেত্রগুলিতে নতুন সুযোগ তৈরি করবে। এই প্রতিশ্রুতিগুলো উচ্চ-মূল্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ উন্মুক্ত করবে এবং প্রতিভা, উদ্ভাবন ও সুস্থায়ী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে ভারতের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে।

বাণিজ্য চুক্তিগুলো দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য মোদি সরকারের বৃহত্তর কৌশলের একটি অংশ। এর প্রধান লক্ষ্য যুগান্তকারী সংস্কার এবং বিচক্ষণ আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং তারপর একটি পারস্পরিক লাভজনক চুক্তির লক্ষ্যে উন্নত ও পরিপূরক অর্থনীতির দেশগুলোর সাথে আলোচনা করা। এই পদ্ধতি ভারতকে তার তুলনামূলক সুবিধাগুলোকে কাজে লাগাতে এবং শ্রম-নিবিড় খাতগুলোর বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলোতে প্রবেশাধিকার পেতে সক্ষম করবে। একই সাথে কৃষি ও দুগ্ধশিল্পের মতো সংবেদনশীল খাতগুলোকে সুরক্ষিত রাখবে।

উন্নত দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য চুক্তিগুলো ভারতীয় শিল্পকে সুস্থ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করবে এবং ভোক্তাদের বিশ্বমানের পণ্য সরবরাহ করবে। ইউপিএ সরকারের মতো নির্বিচারে ভারতের বাজার খুলে না দিয়ে, মোদি সরকার এমন চুক্তিগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে যেখানে শুল্ক হ্রাস পর্যায়ক্রমিকভাবে হচ্ছে এবং যা শিল্পকে উপযুক্ত নীতি সহায়তার মাধ্যমে প্রতিযোগিতার জন্য সক্ষমতা এবং গুণমান উন্নত করার জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রদান করবে।

প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে উচ্চমানের পণ্য সরবরাহ করা প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভারত ২০৪৭ ভিশনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। গত সপ্তাহে এই প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন: ''আসুন, এই বছর আমরা সর্বশক্তি দিয়ে গুণমানকে অগ্রাধিকার দিই। আমাদের একমাত্র মন্ত্র হোক গুণমান, গুণমান এবং কেবলই গুণমান। গতকালের চেয়ে আজ আরও ভালো গুণমান। আমরা যা কিছুই উৎপাদন করি না কেন, তার গুণমান উন্নত করার সংকল্প গ্রহণ করি।''

ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি ভারতকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার প্রধানমন্ত্রী মোদির স্বপ্নের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি বিশ্ব মঞ্চে ভারতকে একটি গতিশীল, বিশ্বস্ত এবং দূরদর্শী অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে, যা উভয় অঞ্চলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্থিতিশীল এবং ভবিষ্যৎ-উপযোগী প্রবৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপন করবে। মোদি সরকার শুধুমাত্র উন্নত দেশগুলোর সঙ্গেই বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করেছে, যেগুলো ভারতের বস্ত্র, জুতো, রত্ন ও গহনা এবং হস্তশিল্পের মতো প্রধান কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাতগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করে না। এটি ইউপিএ সরকারের সম্পূর্ণ বিপরীত, যারা প্রতিযোগী অর্থনীতিগুলোর সাথে চুক্তিতে তাড়াহুড়ো করেছিল এবং প্রায়শই ভারত যা অর্জন করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছাড় দিয়েছিল।

তাছাড়া, ইউপিএ সরকার বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের আগে অংশীজনদের সাথে অর্থপূর্ণ আলোচনা করেছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই। এর বিপরীতে, মোদি সরকার অর্থনীতিবিদ, শিল্প সংস্থা, বিশেষজ্ঞ এবং একাধিক সরকারি বিভাগ ও মন্ত্রকের সাথে নিবিড় আলোচনার পরেই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। ফলস্বরূপ, মোদি সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রতিটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি শিল্পমহল থেকে ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে। মোদি সরকার কর্তৃক সম্পাদিত প্রতিটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি উভয় পক্ষের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে এবং ভারতের শ্রম-নিবিড় খাতগুলোর জন্য বৈশ্বিক সুযোগ প্রসারিত করেছে। এই চুক্তিগুলো ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার পথে ভারতের যাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে।

ইউপিএ-র শাসনামলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মন্থর হওয়া, মূল্যস্ফীতি বেশি থাকা এবং ব্যবসায়িক মনোভাব হতাশাজনক হওয়ার কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ উন্নত দেশগুলো ভারতের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। ভারত এমন লাভজনক বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করার মূল্যবান সুযোগ হারিয়েছিল, যা প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারত।মোদি সরকার কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য বাণিজ্য চুক্তির পাশাপাশি ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি সিদ্ধান্তহীনতা ও দৃঢ় নেতৃত্বের মধ্যেকার পার্থক্যকে তুলে ধরেছে। পূর্ববর্তী সরকারগুলো যখন ইতস্তত করেছে এবং আপস করেছে, তখন মোদি সরকার এমন একটি যুগান্তকারী চুক্তি সম্পন্ন করেছে যা বাজারকে সম্প্রসারিত করছে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে এবং ভারতের মূল স্বার্থ রক্ষা করছে। এটি একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে কীভাবে শক্তিশালী নেতৃত্ব এবং কৌশলগত স্বচ্ছতা নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করতে পারে, যা দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

2nd &4th page Jagaran.pmd 1 30-01-2026, 22:54

শুক্রবার গান্ধীঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবসে ওনার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব।

আনন্দপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত ২৫ শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর; ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারী : পশ্চিমবঙ্গের আনন্দপুরে সাম্প্রতিক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২৫ জনের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ঘটনাটিকে তিনি ''অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক'' বলে উল্লেখ করেন। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে প্রত্যেক মৃতের নিকটাত্মীয়কে ২ লক্ষ টাকা করে এক্স-গ্রেশিয়া সহায়তা দেওয়া হবে। আহতদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা।

গত ২৬ জানুয়ারির রাতে লাগা এই আগুনে দুটি গোডাউন এবং একটি মোমো প্রস্তুতকারক ইউনিট সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। আগুনে গোটা এলাকা ছাই হয়ে যায় এবং ঘটনাস্থল থেকে দগ্ধ কাঠামো ও মানবদেহের অবশেষ উদ্ধার করা হয়। দমকল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গ্যাস কাটারের সাহায্যে ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ করছে।

আংশিকভাবে দগ্ধ ও কঙ্কালসদৃশ দেহাবশেষ উদ্ধার হওয়ায় পরিচয় নিশ্চিত করতে ডিএনএ পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মোট ২৭ জন নিখোঁজের অভিযোগ জমা পড়েছে, যাদের বেশিরভাগই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ২৫ জানুয়ারির রাতে একটি ডেকোরেটরের গোডাউনে পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে অন্তত ২৮ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, রাতের খাবারের পর অধিকাংশ শ্রমিক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, সেই সময়েই আগুন লাগে। একটি সিগারেট বা অন্য কোনও দাহ্য পদার্থ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছেন তদন্তকারীরা।

এদিকে জনপ্রিয় ফাস্টফুড সংস্থা বাহ! মোমো!-ও এই দুর্ঘটনায় তাদের তিন কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি এক বিবৃতিতে ঘটনাটিকে ''হৃদয়বিদারক ক্ষতি'' বলে উল্লেখ করেছে। মৃত তিন কর্মীর পরিবারের জন্য প্রত্যেককে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ, আজীবন মাসিক বেতন সহায়তা এবং তাঁদের সন্তানদের পূর্ণ শিক্ষার দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা করেছে সংস্থাটি।

এক্স-এ দেওয়া পোস্টে বাহ! মোমো! লিখেছে, ''এটি এক হৃদয়বিদারক ক্ষতি, যা আমাদের গভীরভাবে শোকাহত করেছে। আমরা আমাদের তিন মূল্যবান সহকর্মীর মৃত্যুশোকে কাতর এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। আমরা প্রার্থনা, সহায়তা এবং দায়বদ্ধতার মাধ্যমে তাঁদের পাশে রয়েছি।''

ভারত—বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া নির্মাণে জমি হস্তান্তর রাজ্যকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময় দিল কলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : ভারত---বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে অধিগৃহীত জমি ৩১ মার্চের মধ্যে হস্তান্তরের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এক জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়।

আদালত জানায়, নয়টি জেলায় অধিগৃহীত জমি আর বিলম্ব না করে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর হাতে তুলে দিতে হবে, যাতে সীমান্তে দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যায়। বেঞ্চ স্পষ্ট করে জানায়, প্রশাসনিক বা নির্বাচনী কারণ দেখিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে বিলম্ব করা যাবে না। বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন, নির্বাচন প্রস্তুতি বা অন্যান্য কারণ এই নির্দেশ অমান্য করার অজুহাত হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় বলেও আদালত পর্যবেক্ষণ করে।

আদালত আরও উল্লেখ করে, ভারতের মোট বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় অর্ধেক অংশ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একাধিক সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও ২০১৬ সাল থেকে সীমান্তের বহু অংশ এখনও বেড়াবিহীন রয়েছে।

মামলাকারী অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিক সুব্রত সাহা অভিযোগ করেন, সীমান্ত বেড়ার জন্য জমির দখল রাজ্য সরকার বিএসএফকে না দেওয়ায় চোরাচালান ও সীমান্ত অনুপ্রবেশ বেড়েছে। কেন্দ্রের আইনজীবী আদালতে জানান, ক্ষতিপূরণ দেওয়া ও অনুমোদন সম্পন্ন হওয়ার পর জমি বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া রাজ্যের সাংবিধানিক দায়িত্ব, যদিও জমিটি রাজ্যের অধিক্ষেত্রে পড়ে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বারবার স্মরণ করালেও ২৩৫ কিলোমিটার বেড়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমির মধ্যে অল্প কিছু প্লটই রাজ্য হস্তান্তর করেছে বলে আদালতে দাবি করা হয়। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বেঞ্চ কেন্দ্র ও রাজ্যউভয়কেই হলফনামা দিতে বলে, নিরাপত্তাজনিত কারণে জরুরি ভিত্তিতে জমি অধিগ্রহণ সম্ভব কি না তা জানাতে। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ২ এপ্রিল।

এদিকে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও সামনে এসেছে। বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, এই নির্দেশ রাজ্য সরকারের জন্য ''একটি জোরালো বার্তা''। অন্যদিকে বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী এই আদেশকে ''যথাযথ ও প্রশংসনীয়'' বলে মন্তব্য করেন। শাসক তৃণমূল কংগ্রেস পাল্টা বিএসএফের ভূমিকায় প্রশ্ন তোলে। দলের বর্ষীয়ান নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, রাজ্য যে জমি দিয়েছে, তার সব জায়গায় এখনও বেড়া দেওয়া হয়নি। তিনি বিষয়টিকে ''রাজনৈতিক জাগলারি'' বলে কটাক্ষ করেন।

বাংলাদেশের নির্বাচনের আগে অশান্তির আশঙ্কা মার্কিন নাগরিকদের সতর্কবার্তা ঢাকার দূতাবাসের

ঢাকা, ৩০ জানুয়ারি : বাংলাদেশের আসন্ন সাধারণ নির্বাচন ঘিরে সম্ভাব্য অশান্তির আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের জন্য সতর্কতা জারি করেছে ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস। নির্বাচনপূর্ব ও নির্বাচনের দিন কী ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, সে বিষয়ে সাত দফা নির্দেশিকাও প্রকাশ করা হয়েছে।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে জুলাই সনদ নিয়ে গণভোটও। নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উত্তেজনা বাড়তে শুরু করেছে। বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনা ইতিমধ্যেই ঘটেছে এবং ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, বিক্ষোভ ও আন্দোলনের মাত্রাও তত বাড়ছে। বহু ক্ষেত্রেই এই বিক্ষোভ সহিংস রূপ নিচ্ছে। সংখ্যালঘুদের উপর হামলা ও খুনের অভিযোগ ঘিরেও পরিস্থিতি উত্তপ্ত।

এই আবহে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস জানায়, নির্বাচনের সময় সহিংস বা উগ্রপন্থী হামলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে দুষ্কৃতীদের নজর থাকতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভও হঠাৎ করে অশান্তিতে রূপ নিতে পারে এমন আশঙ্কার কথা জানিয়ে মার্কিন নাগরিকদের যেকোনও ধরনের জনসমাবেশ, সভা বা মিছিল এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচন উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে মোটরবাইক চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। পাশাপাশি ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি সব ধরনের যানবাহন চলাচলেও বিধিনিষেধ বলবৎ থাকবে। এই পরিস্থিতিতে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস সীমিত পরিষেবা দেবে বলেও জানানো হয়েছে।

মার্কিন নাগরিকদের বড় জনসমাগম ও বিক্ষোভ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আশপাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকতে এবং স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত খবর নিয়মিত অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত যোগাযোগের সুবিধার জন্য মোবাইল ফোন সব সময় চার্জে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অশান্তি বা আকস্মিক অবরোধের সম্ভাবনা মাথায় রেখে আগেভাগে বিকল্প যাতায়াত পরিকল্পনাও তৈরি করে রাখার পরামর্শ দিয়েছে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস।

বাংলাদেশে নির্বাচনী হিংসা নতুন নয়। গত পাঁচটি সংসদ নির্বাচনে অন্তত ১৬৫ জনের মৃত্যু এবং ৩,৬৫৭ জন আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই আশঙ্কা আরও বেড়েছে। ভোট ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সম্ভাব্য প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হন। এরপর আরও কয়েকটি অশান্তির ঘটনা সামনে এসেছে।

১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে সংখ্যালঘুরা কতটা নিরাপদে ভোট দিতে পারবেন, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের আমলে গত দেড় বছরে সংখ্যালঘুদের উপর একাধিক হামলার অভিযোগ উঠেছে। যদিও ইউনূস সরকার এই অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে, অধিকাংশ ঘটনাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস জানিয়েছেন, এই নির্বাচন ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। তবুও সম্ভাব্য অশান্তির আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না মার্কিন প্রশাসন। ইতিমধ্যেই ওয়াশিংটন জানিয়ে দিয়েছে, তারা নির্বাচনে কোনও পক্ষ নেবে না।

ডিব্রুগড়ে ১,৭১৫ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা দ্বিতীয় বিধানসভা ভবনের শিলান্যাস করলেন অমিত শাহ

ডিব্রুগড়, ৩০ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ অসমের ডিব্রুগড়ে ১,৭১৫ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করেন। এর মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় বিধানসভা ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণের শিলান্যাস।

ডিব্রুগড়ে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, ভারত—ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি অসমের চা ইউরোপের বাজারে রফতানিতে বড় সহায়তা করবে। তিনি দাবি করেন, অসমকে বন্যামুক্ত করতে কেন্দ্র একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে উন্নয়ন, শান্তি, নিরাপত্তা, শিল্পোন্নয়ন ও বন্যামুক্ত অসম গঠনের লক্ষ্যে বিজেপিকে সমর্থনের আহ্বান জানান তিনি।

প্রাক্তন কংগ্রেস সরকারগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে শাহ বলেন, কংগ্রেস দীর্ঘদিন অসমকে অবহেলা করেছে এবং অনুপ্রবেশকে ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্র অসমের উন্নয়নের জন্য বড় বড় পরিকাঠামো প্রকল্প এনেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। আগে অসম হিংসা ও অশান্তির জন্য পরিচিত ছিল, এখন বিজেপি সরকারের আমলে রাজ্য শান্তি ও উন্নয়নের জন্য পরিচিতএমন মন্তব্যও করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

তিনি বলেন, বিশেষ করে আপার অসমের মানুষের জন্য আজকের দিনটি ঐতিহাসিক। ডিব্রুগড়ে গড়ে ওঠা অসম বিধানসভার দ্বিতীয় কমপ্লেক্স প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল সহ একাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তি। শাহ ২৮৪ কোটি টাকার দ্বিতীয় বিধানসভা ভবন ও বিধায়ক হস্টেল প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। ডিব্রুগড়কে রাজ্যের দ্বিতীয় প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগের অংশ এটি। প্রকল্পে থাকবে তিনতলা বিধানসভা ভবন, নয়তলা বিধায়ক হস্টেল, ৮০০ আসনের অডিটোরিয়াম এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যারাক।

এছাড়া ২৩৮ কোটি টাকার আধুনিক বহুমুখী ক্রীড়া কমপ্লেক্সের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন করেন তিনি এবং ২০৯ কোটি টাকার দ্বিতীয় পর্যায়ের শিলান্যাস করেন। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে ইনডোর স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, ফুটবল মাঠ, মূল গ্যালারি, টেনিস, ভলিবল ও বাস্কেটবল কোর্ট এবং হস্টেল। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩০ হাজার দর্শক আসন, কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ এবং অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক তৈরি হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২৯২ কোটি টাকার বন্যপ্রাণ স্বাস্থ্য ও গবেষণা কেন্দ্রের শিলান্যাসও করেন। বন্যপ্রাণীর চিকিৎসা, উন্নত পরীক্ষাগার সুবিধা ও প্রশিক্ষণ ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে বনকর্মী, পশুচিকিৎসক ও গবেষকদের মধ্যে সমন্বয় বাড়বে। এছাড়া জাতীয় বিপর্যয় প্রশমন তহবিলের অধীনে ৬৯২ কোটি টাকার জলাভূমি পুনরুদ্ধার ও পুনর্জীবন প্রকল্পের সূচনাও করেন শাহ। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় নগর বন্যার ঝুঁকি কমানো, জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বন্যা ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে নয়টি জেলার বৈজ্ঞানিকভাবে নির্বাচিত ১৫টি জলাভূমি পুনরুদ্ধার করা হবে।

ডিব্রুগড় সফরের পর শাহ প্রতিবেশী ধেমাজি জেলায় গিয়ে মিসিং সম্প্রদায়ের বৃহৎ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'তাকাম মিসিং পরিন কেবাং' যুব উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন। সেখানে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন তিনি।দিনের শেষে তিনি গুয়াহাটি গিয়ে রাজ্য বিজেপি দফতরে দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। অসম সফর শেষে সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা রয়েছে তাঁর।

প্রজাতন্ত্র দিবস প্যারেড ২০২৬—এর সেরা কুচকাওয়াজ ও ট্যাবলো পুরস্কার প্রদান, নৌবাহিনী ও মহারাষ্ট্র শীর্ষে

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবস প্যারেড ২০২৬ উপলক্ষে সেরা কুচকাওয়াজ দল ও সেরা ট্যাবলো---র পুরস্কার আজ নয়াদিল্লিতে প্রদান করেন প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ট্যাবলো বিভাগে ''গণেশোৎসব: আত্মনির্ভরতার প্রতীক'' থিমের জন্য মহারাষ্ট্র সেরা ট্যাবলো পুরস্কার পায়। এই বিভাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে জম্মু ও কাশ্মীর এবং কেরল।

তিন বাহিনীর মধ্যে সেরা কুচকাওয়াজ কন্টিনজেন্টের পুরস্কার জেতে ভারতীয় নৌবাহিনী। কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ও অন্যান্য সহায়ক বাহিনীর বিভাগে দিল্লি পুলিশ সেরা কুচকাওয়াজের সম্মান পায়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও দফতরগুলির ট্যাবলো বিভাগে সংস্কৃতি মন্ত্রক ''বন্দে মাতরম--- এক জাতির আত্মার আহ্বান'' শিরোনামের ট্যাবলোর জন্য সেরা পুরস্কার অর্জন করে। এছাড়া ''বন্দে মাতরম--- ১৫০ বছর পূর্তি স্মারক'' উপস্থাপনার জন্য সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট-কে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। ''বন্দে মাতরম ভারতের চিরন্তন অনুরণন'' শিরোনামের পরিবেশনার জন্য একটি নৃত্যদলও বিশেষ সম্মানে ভূষিত হয়।

মাইগভ পোর্টালে আয়োজিত জনভোটের ভিত্তিতে জনপ্রিয় পছন্দ বিভাগে অসম রেজিমেন্ট এবং সিআরপিএফ সেরা কুচকাওয়াজ কন্টিনজেন্টের পুরস্কার পায়। সেরা ট্যাবলো বিভাগে গুজরাট প্রথম, উত্তরপ্রদেশ দ্বিতীয় এবং রাজস্থান তৃতীয় স্থান অধিকার করে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলির জনপ্রিয় পছন্দ বিভাগে স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা দফতর শীর্ষে থাকে।

নির্ধারিত নথি না দিলে ভোটার তালিকা থেকে বাদ, এসআইআর প্রক্রিয়ায় কড়া কমিশন

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার শুনানিতে নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত নথি ছাড়া অন্য কাগজ জমা দেওয়া ভোটারদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

কমিশন সূত্রে খবর, যেসব ভোটার শুনানিতে তলব পেয়ে উপস্থিত হয়ে নির্দিষ্ট নথির বদলে ভিন্ন নথি জমা দিয়েছেন, তাঁদের নাম চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, এমন ভোটারের সংখ্যা ইতিমধ্যেই কয়েক লক্ষ ছাড়িয়েছে।এদিকে, যেসব নির্বাচনী আধিকারিক এই ধরনের নথি গ্রহণ করে অনলাইনে আপলোড করেছেন, তাঁদের একটি পৃথক তালিকাও কমিশন প্রস্তুত করেছে। দায়িত্বে গাফিলতি বা বিধিভঙ্গের প্রমাণ মিললে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটার তালিকার নির্ভুলতা বজায় রাখতে নির্ধারিত নথি যাচাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মবহির্ভূত নথি গ্রহণ বা জমা পড়লে তা গ্রহণযোগ্য হবে না বলেই স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে কমিশন।

ওডিশার এনএসডিপি বৃদ্ধি ১৩.০৪শতাংশ মাথাপিছু আয় বেড়ে ১.৬৮ লক্ষ টাকা

ভুবনেশ্বর, ৩০ জানুয়ারি : ওডিশার নেট স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৬.৯৯ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে আনুমানিক ৭.৯০ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এতে রাজ্যে ১৩.০৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি রেকর্ড হয়েছে।

ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি এই তথ্য প্রকাশ করে জানান, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সংসদে উপস্থাপিত ইকনমিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ২০২৫-২৬---এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের মাথাপিছু এনএসডিপি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯৬৬ টাকা, যা রাজ্যের মানুষের আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রতিফলন।

খাতভিত্তিক পারফরম্যান্সের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষি এখনও ওডিশার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। সূর্যমুখী উৎপাদনে দেশজুড়ে শীর্ষ তিন রাজ্যের মধ্যে এখন ওডিশার নাম রয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।

এছাড়া, রাজ্যে ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ বেড়ে ৫.৮৩ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি ও সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ওডিশার আর্থিক অবস্থা মজবুত রয়েছে, যার ফলে পরিকাঠামো, শিক্ষা এবং সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে ধারাবাহিক বিনিয়োগ সম্ভব হচ্ছে। তিনি রাজ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

বাল্যবিবাহ ঃ জিরানীয়ায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি

আগরতলা।। জিরানীয়া চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসারের কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতি হলে বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত প্রচার অভিযানের অঙ্গ হিসেবে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নিয়ে জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ বলেন, বাল্যবিবাহ আজও সমাজের এক গভীর ও উদ্বেগজনক সমস্যা। এই কু প্রথাকে তণমূল স্তর থেকে নির্মল করতে হলে সমাজের সকল অংশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের রিসোর্স পার্সন বুল্টি দেব বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত প্রচার অভিযানের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিডিপিও শ্রাবণী রায়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান, উপ প্রধান, জিরানীয়া ব্লকের বিডিও তুষার আলম ছাড়াও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাগণ উপস্থিত ছিলেন।

শুক্রবার আগরতলা ৩৪ নং ওয়ার্ডে দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

কাজের সন্ধান

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ ফেব্রুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৭৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ ফেব্রুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **অফিসার (সিবিআই, ব্যাঙ্কিং সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে, এমবিএ/ পিজিডিএম পাশ হলে বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২২-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র শিলচর/ গুয়াহাটির মতো শতাধিক শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট (নাবার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ১৬২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র শিলচর/ গুয়াহাটি, কলকাতার মতো শতাধিক শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **অফিস অ্যাটেন্ড্যান্ট (আরবিআই, ব্যাঙ্কিং সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৫৭২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা মতো শতাধিক শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **এস.এস.সি টেকনিক্যাল (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ২৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ডিগ্রি পাশ, শুধুমাত্র মহিলা প্রার্থীদের জন্য,
বয়স ঃ ২০-২৭ বছর,
অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৪ ফেব্রুয়ারি,
মার্চে পরীক্ষা, তবে কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **এস.এস.সি টেকনিক্যাল (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ডিগ্রি পাশ, শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীদের জন্য,
বয়স ঃ ২০-২৭ বছর,
অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি,
মার্চে পরীক্ষা, তবে কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **ক্লার্ক, অফিসার (ব্যাঙ্ক, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ২০৭৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **ল্ ক্লার্ক (সুপ্রিম কোর্ট),**
শূন্যপদ ঃ ৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইন বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ৭ মার্চে, তবে কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **ফ্যাকাল্টি, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৭ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, মাধ্যমিক, যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ-সি (কুক, ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ড, সর্টার, ড্রাইভার, রিসেপশনিস্ট, টাইপিস্ট, রিপোর্টার ইত্যাদি), গ্রুপ-ডি (পিওন, এটেন্ড্যান্ট) (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৩৭টি,
যোগ্যতা ঃ প্রাথমিক বিভাগ থেকে শুরু করে ৮ম শ্রেনি, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, পিজি পাশ, সকলেই আবেদন করতে পারেন, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে মাধ্যমিক পাশদের জন্য ব্যাঙ্কে ৮৪১ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ভারতের 'ব্যাঙ্কার অফ্ ব্যাঙ্কস্' নামে খ্যাত 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়ায়' অফিস এটেন্ড্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে অফিস এটেন্ড্যান্ট পদে ৫৭২ জন নিয়োগ হচ্ছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

আর বি আই অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় মাধ্যমিক পাশদের থেকে অফিস এটেন্ড্যান্ট পদে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণরা ১-১-২০২৬-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। সংরক্ষিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সের শিথিলতা রয়েছে। যেমন, ওবিসি-দের জন্য বয়সের উর্ধ্বসীমা ২৮ বছর, এসসি/এসটি-দের জন্য ৩০ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩৫ বছর, বিধবা/ বিবাহ বিচ্ছিন্না/ আইনত আলাদা মহিলা প্রার্থীদের জন্য ৩৫ বছর। তফশিলি, ওবিসিদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৫৭২-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৮৯টি, এসটি'র জন্য ৫৮টি, ওবিসি'র জন্য ৮৩টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৫১টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ২৯১টি পদ সাধারণ বা জেনারেল প্রার্থীদের জন্য। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, ৪০টি শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থী এবং ১২৫টি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - মাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন। বেতনক্রম - ২৪,২৫০ টাকা থেকে ৫৩,৫৫০ টাকা, সঙ্গে অন্যান্য ভাতা সমূহ নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে বেতনের পরিমান প্রতি মাসে ৪৬,০২৯ টাকা।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ১২০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় ৯০ মিনিট। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। মূল পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস জেনে নিতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র পেয়ে যাবেন আগরতলায়। সারা দেশ জুড়ে আরো ৮৩টি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে, তবে যে কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, ফর্ম ফিলাপের সময় সেই কেন্দ্রের নাম আগে থেকে উল্লেখ করতে হবে। অনলাইনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে, ৯ এপ্রিল থেকে শুরু। পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না। সফল হলে মূল পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য পরে জানানো হবে এসএমএস-এর মাধ্যমে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৪ ফেব্রুয়ারি। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

বিধানসভা সচিবালয়ে চাকরির আবেদন শেষ তারিখ বাড়িয়ে সুযোগ বৃদ্ধি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। বিধানসভার সচিবালয়ে চাকরির আবেদনের শেষ তারিখ বাড়ানো হয়েছে। এতে করে কর্মপ্রার্থীদের সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হলো। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে বিশেষ করে ত্রিপুরা বিধানসভার সেক্রেটারিয়েট-এর জন্য গ্রুপ-সি (কুক, ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ড, সর্টার, ড্রাইভার, রিসেপশনিস্ট, টাইপিস্ট, রিপোর্টার ইত্যাদি), গ্রুপ-ডি (পিওন, এটেন্ড্যান্ট) পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। মোট শূন্যপদ ঃ ৩৭টি, যোগ্যতা ঃ প্রাথমিক বিভাগ থেকে শুরু করে ৮ম শ্রেনি, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, পিজি পাশ, সকলেই আবেদন করতে পারেন, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। রাজ্য সরকারের বিধানসভা সেক্রেটারিয়েট কার্যালয় থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এই শূন্যপদের কথা জানিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - ০১/ ২০২৫ এবং ০২/ ২০২৫। তারিখ ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫। মোট কথা ত্রিপুরা বিধানসভার সেক্রেটারিয়েট-এর জন্য গ্রুপ-সি (কুক, ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ড, সর্টার, ড্রাইভার, রিসেপশনিস্ট, টাইপিস্ট, রিপোর্টার ইত্যাদি), গ্রুপ-ডি (পিওন, এটেন্ড্যান্ট) পদে নিয়োগের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রার্থীদের থেকে অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫ম/৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু করে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি এবং উচ্চশিক্ষিতরাও আবেদন করতে পারেন। অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ এবং নিয়োগের কেন্দ্র আগরতলা, তবে পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ যথাসময়ে জানানো হবে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ২৪-০১-২০২৬ তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখায় থাকলে অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন, এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস ইত্যাদি স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেটে ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনতারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

শূন্যপদগুলি হল — ক্রমিক নং - ১ ঃ জুনিয়র রিপোর্টার - শূন্যপদ ৩টি। ২টি এসটি, ১টি এসসি'র জন্য সংরক্ষিত। গ্রুপ-সি (নন-গ্যাজেটেড)। যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েট। সঙ্গে প্রতি মিনিটে ৩০টি ইংরেজি ও বাংলা শব্দ টাইপ করা এবং প্রতি মিনিটে ১০০টি ইংরেজি ও বাংলা শব্দ শর্টহ্যান্ড করার দক্ষতা থাকতে হবে। মূল মাইনে পে ব্যান্ড-২ অনুযায়ী ৫,৭০০-২৪,০০০ টাকা, পে ম্যাট্রিক্স লেভেল ১০ অনুসারে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * কর্পোরেট সেক্টরে **ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* ব্যাঙ্কিং সেক্টরে বিশেষ করে সিবিআই-তে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে, এমবিএ/ পিজিডিএম পাশ হলে বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২২-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র শিলচর/ গুয়াহাটির মতো শতাধিক শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* নাবার্ড-এ **ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র শিলচর/ গুয়াহাটি, কলকাতার মতো শতাধিক শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* ব্যাঙ্কিং সেক্টরে বিশেষ করে আরবিআই-তে **অফিস অ্যাটেন্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা মতো শতাধিক শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান আর্মিতে **এস.এস.সি টেকনিক্যাল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ডিগ্রি পাশ, শুধুমাত্র মহিলা প্রার্থীদের জন্য, বয়স ঃ ২০-২৭ বছর,
অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৪ ফেব্রুয়ারি, মার্চে পরীক্ষা, তবে কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান আর্মিতে **এস.এস.সি টেকনিক্যাল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ডিগ্রি পাশ, শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীদের জন্য, বয়স ঃ ২০-২৭ বছর, অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি, মার্চে পরীক্ষা, তবে কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে ব্যাঙ্কে **ক্লার্ক, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* সুপ্রিম কোর্টে **ল্ ক্লার্ক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইন বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ৭ মার্চে, তবে কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ফ্যাকাল্টি, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৭ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, মাধ্যমিক, যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।* রাজ্য বিধানসভার সচিবালয়ে **গ্রুপ-সি (কুক, ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ড, সর্টার, ড্রাইভার, রিসেপশনিস্ট, টাইপিস্ট, রিপোর্টার ইত্যাদি), গ্রুপ-ডি (পিওন, এটেন্ড্যান্ট)** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৭টি, যোগ্যতা ঃ প্রাথমিক বিভাগ থেকে শুরু করে ৮ম শ্রেনি, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, পিজি পাশ, সকলেই আবেদন করতে পারেন, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকে **স্পোর্টস পার্সন** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও স্কিল টেস্ট-এর কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান অয়েলে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৯৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবসে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু সহ সমাজকল্যাণমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমার শ্রদ্ধার্ঘ্য। ছবি নিজস্ব।

গ্লোবাল এআই উদ্যোগের জন্য ভারতকে উর্বর গন্তব্য করতে হবে: সিইও ও বিশেষজ্ঞদের বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্ষেত্রে ভারতকে বিশ্বমানের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে একটি "স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও সুরক্ষিত" ইকোসিস্টেম তৈরির উপর জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার ৭, লোক কল্যাণ মার্গে এআই ক্ষেত্রের শীর্ষ সিইও ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি বলেন, প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহারে কোনো আপস করা চলবে না এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ডেটা সুরক্ষা ও প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণ-এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি আহ্বান জানান, ভারতের এআই ইকোসিস্টেম যেন দেশের চরিত্র ও মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে। তিনি এআই দক্ষতা উন্নয়ন ও মানবসম্পদ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস-এর মাধ্যমে ভারত তার প্রযুক্তিগত সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে, এবং এআই ক্ষেত্রেও সেই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি সম্ভব। তিনি সিইওদের আহ্বান জানান, ভারতকে যেন সমস্ত বৈশ্বিক এআই উদ্যোগের জন্য একটি উর্বর গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

আসন্ন এআই ইমপ্যাক্ট সামিট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্যক্তি ও সংস্থাগুলির এই সম্মেলনকে কাজে লাগিয়ে নতুন সুযোগ খুঁজে বের করা উচিত, যাতে প্রবৃদ্ধির পথে দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হয়।

পিএমও-র বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ভারতের পরিসর, বৈচিত্র্য ও গণতান্ত্রিক কাঠামো দেশের ডিজিটাল অবকাঠামোর উপর বিশ্বের আস্থা বাড়িয়েছে। "সবার জন্য এআই" ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রভাব সৃষ্টি করা এবং বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করার ওপর জোর দেন তিনি।

এই উচ্চপর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠকে এআই ক্ষেত্রে কাজ করা একাধিক সংস্থার সিইও অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন উইপ্রো, টিসিএস, এইচসিএল টেক, জোহো কর্পোরেশন, এলটিআই মাইন্ডট্রি, জিও প্ল্যাটফর্মস লিমিটেড, আদানি-কনেক্স, নেক্সট্রা ডেটা এবং নেটওয়েব টেকনোলজিস-এর প্রধানরা।

এছাড়া আইআইআইটি হায়দরাবাদ, আইআইটি মাদ্রাজ ও আইআইটি বোম্বে-র বিশেষজ্ঞরাও উপস্থিত ছিলেন।বৈঠকে অংশ নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ।

পিএমও জানায়, উপস্থিত সিইওরা এআই ক্ষেত্রে ভারতকে বৈশ্বিক নেতা হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং এআই প্রযুক্তিতে আত্মনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে দৃঢ় সমর্থন জানান। আসন্ন ইন্ডিয়াএআই ইমপ্যাক্ট সামিট-কে সামনে রেখে এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল কৌশলগত সহযোগিতা জোরদার করা, এআই উদ্ভাবন তুলে ধরা এবং ভারতের এআই মিশনের লক্ষ্য দ্রুত বাস্তবায়ন করা।

বিনামূল্যে নির্ণয় ও মাল্টি-ড্রাগ থেরাপি কুষ্ঠমুক্ত ভারতের লক্ষ্যে অগ্রগতি: কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি : দেশের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বিনামূল্যে কুষ্ঠরোগ নির্ণয় ও মাল্টি-ড্রাগ চিকিৎসা পরিষেবা চালু থাকার ফলে কুষ্ঠমুক্ত ভারতের লক্ষ্যে অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে বলে শুক্রবার জানাল কেন্দ্রীয় সরকার।

প্রতি বছর ৩০ জানুয়ারি, মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীতে ভারত পালন করে জাতীয় কুষ্ঠ দিবস। কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত মানুষের প্রতি গান্ধীজির আজীবন সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ এই দিনটি পালন করা হয়।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক জানায়, ন্যাশনাল লেপ্রসি ইরাডিকেশন প্রোগ্রাম-এর আওতায় সরকার কুষ্ঠরোগ নির্মূল এবং রোগ ঘিরে সামাজিক কুসংস্কার ও কলঙ্ক দূর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মন্ত্রকের এক্স পোস্টে বলা হয়েছে, "সারা দেশের সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে নির্ণয়, চিকিৎসা ও পরিচর্যার মাধ্যমে কুষ্ঠমুক্ত ভারতের লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা জারি রয়েছে। আসুন, আমরা সকলে মিলে কুষ্ঠরোগ সংক্রান্ত কলঙ্ক দূর করি এবং সকলের মর্যাদা ও পরিচর্যা নিশ্চিত করি।"

কুষ্ঠরোগ বা হ্যানসেন'স ডিজিজ একটি দীর্ঘমেয়াদি সংক্রামক রোগ, যার কারণ মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রাই জীবাণু। এটি প্রধানত ত্বক, স্নায়ু, শ্বাসনালীর উপরের অংশের মিউকোসা এবং চোখকে প্রভাবিত করে।

শারীরিক জটিলতার পাশাপাশি, কুষ্ঠরোগে আক্রান্তরা প্রায়শই সামাজিক বৈষম্য ও অপমানের শিকার হন। তবে রোগটি সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য, এবং দ্রুত শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা শুরু হলে অক্ষমতা ও দীর্ঘমেয়াদি জটিলতা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ভারত ডিসেম্বর ২০০৫-এ জাতীয় স্তরে জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে কুষ্ঠরোগ নির্মূলের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে। এর মানদণ্ড ছিল প্রতি ১০ হাজার জনসংখ্যায় একটির কম সংক্রমণ।

মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত দেশের ৩১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ৬৩৮টি জেলা এই মানদণ্ড অর্জন করেছে। জাতীয় স্তরে কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাবের হার কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি ১০ হাজারে ০.৫৭।

বর্তমানে এনএলইপি-এর লক্ষ্য ২০২৭ সালের মধ্যে "জিরো ট্রান্সমিশন, জিরো লেপ্রসি" অর্জন করা। এর জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্তকরণ, বিনামূল্যে এমডিটি প্রদান এবং সামাজিক কলঙ্ক কমাতে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

এই কর্মসূচির আওতায় দেশের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে কুষ্ঠরোগীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে একাধিক পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে কুষ্ঠরোগ নির্ণয় ও মাল্টি-ড্রাগ থেরাপি, রোগীদের জন্য মাইক্রোসেলুলার রাবারের বিশেষ জুতো, বিভিন্ন সহায়ক উপকরণ, আলসার পরিচর্যার জন্য সেলফ-কেয়ার কিট, গ্রেড---২ বিকৃতিতে আক্রান্ত রোগীদের জন্য পুনর্গঠনমূলক অস্ত্রোপচার এবং রোগীদের সহায়তায় ১২,০০০ টাকার কল্যাণ ভাতা।স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জানিয়েছেন, চিকিৎসা না করালে কুষ্ঠরোগ ধীরে ধীরে স্থায়ী অক্ষমতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। সংক্রমণ সাধারণত চিকিৎসাবিহীন আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকার সময় নাক ও মুখের নিঃসৃত ড্রপলেটের মাধ্যমে ছড়ায়। কুষ্ঠরোগকে একটি উপেক্ষিত উষ্ণমণ্ডলীয় রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এখনও ১২০টিরও বেশি দেশে এই রোগ বিদ্যমান, এবং বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর আনুমানিক ২ লক্ষ নতুন সংক্রমণের খবর পাওয়া যায়।

PNIeT No: 13/EE/WR/D-V/KMP/2025-26 Dated 22-01-2026

The Executive Engineer, W.R Division No-V, Kamalpur, Dhalai Tripura* on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online Item rate e-tender for the following work:

Sl No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Bid Fee
1	No.43/EE/WR/D-V/KMP/2025-26	10,76,400.00	21,528.00	1,000/-

Last date & time for online Bidding: 05-02-2026 up to 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C- 4039/26

Executive Engineer
WR Division No.V
Kamalpur Dhalai Tripura

NOTICE INVITING TENDER NO:- SDO(E)/IE-II/2025-26/06
DATED-28.01.2026

Name of Work - Providing internal electrical works for making provision for a separate service connection at the District Youth Affairs & Sports Office, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura.
DNIT NO:-SDO (E)/IE-II/2025-26/09
Estimated cost: Rs 58094.00
Earnest Money: Rs 1162.00
Last date for receipt of application for tender form:- 03.02.2026 upto 4.00 pm
Last date for issue of tender form:- 04.02.2026
Last date and time for receipt of tender document:- 06.02.2026 upto 3:00 pm.
Cost of tender form:- Rs 1000.00 (for each work).
Details of this short NIT can be seen at Internal Electrification Sub-Division No-II, Agartala and Internal Electrification Division, Agartala.

ICA/C- 4045/26

Sub Divisional Officer (Elect)
I. E. Sub-Division No.-II
Agartala, West Tripura.

ছত্তীসগড়ের সুকমায় আত্মসমর্পণ ৪ মাওবাদীর পুনর্বাসন নীতির সুবিধা দেবে প্রশাসন

সুকমা, ৩০ জানুয়ারি : ছত্তীসগড়ের সুকমা জেলায় বৃহস্পতিবার পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে চার মাওবাদী। এদের মাথার উপর মোট ৮ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে দুইজন মহিলা রয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চারজনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সরকার ঘোষিত আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন নীতি অনুযায়ী তাঁদের আর্থিক সহায়তা ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে, যাতে তারা মূল স্রোতের সমাজে পুনর্বাসিত হতে পারেন।

আত্মসমর্পণের সময় তাদের কাছ থেকে একটি এসএলআর রাইফেল, একটি ইনসাস রাইফেল, একটি .৩০৩ রাইফেল ও একটি .৩১৫ বোর রাইফেল, সঙ্গে গুলিও উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।কর্তারা জানান, কিস্তারাম ও গোলাপল্লি এলাকায় সদ্য স্থাপিত নিরাপত্তা শিবিরগুলি এই আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এর ফলে রাস্তা যোগাযোগ উন্নত হয়েছে এবং ধারাবাহিক মাওবাদী-বিরোধী অভিযান জোরদার হওয়ায় জঙ্গিদের চলাচল ও কার্যক্ষেত্র অনেকটাই সীমিত হয়েছে।

প্রশাসনের মতে, দূরবর্তী গ্রামগুলিতে ভয় ও ভুল তথ্য ছড়িয়ে মাওবাদীরা প্রভাব বিস্তার করেছিল। তবে সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কাজ প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছনোর ফলে সেই প্রভাব কমেছে এবং প্রশাসনের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা বেড়েছে।সুকমার পুলিশ সুপার কিরণ চাভান বাকি সশস্ত্র মাওবাদীদের সহিংসতার পথ ছেড়ে মূল ধারায় ফেরার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এতে মর্যাদাপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ জীবনের সুযোগ রয়েছে।বাস্তার রেঞ্জের আইজি পি সুন্দররাজ বলেন, লাগাতার নিরাপত্তা অভিযান এবং উন্নয়নমূলক কাজের বিস্তারের ফলে মাওবাদী সংগঠন ভেঙে পড়ার মুখে। তিনি বলেন, "হিংসা কেবল ধ্বংস ডেকে এনেছে, অন্যদিকে 'পুনা মারগেম' (পুনর্বাসন) অভিযান উন্নয়ন, মর্যাদা ও সমাজে পুনঃএকত্রীকরণের পথ দেখাচ্ছে।" তিনি অন্য মাওবাদীদেরও একই পথে হাঁটার আহ্বান জানান।উল্লেখ্য, জোরদার মাওবাদী-বিরোধী অভিযানের মধ্যে ইতিমধ্যে শতাধিক মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে বা নিহত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ৩১ মার্চ ২০২৬-এর মধ্যে বামপন্থী উগ্রবাদ দমনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

AFFIDAVIT

I. **Smt Mani Pal,** wife of Birlal Pal, daughter of Nihar Kanti Sarkar, Resident of Madhya Para, Udaipur Nagar Panchayet, PS. Radhakishorepur, District Gomati Tripura, Pin-799120, State Tripura, by faith-Hindu, by profession-Housewife, Aged about 55 years, Indian Citizen, do hereby declare and affirm as follows:-
That, my actual name and title Mani Pal, but other documents my name and title inserted Mani Sarkar Pal, in place of **Mani Pal**,
This is true to my knowledge
That, **Mani Pal**, and **Mani Sarkar Pal**, is same person and same identical one
This is true to my knowledge
That, henceforth I will use and write my name and title **Smt Mani Pal**, wife of Birlal Pal, daughter of Nihar Kanti Sarkar,
This is true to my knowledge
In acknowledgment whereof I signed this Declaration today the 16th day of January, 2026 A.D. before the Notary Public, Agartala, West Tripura.
Identified by me

Sd/-
Mani Pal

NIT NO: e-PT-41/W/EE/RD-DIV/JRN/2025-26 Dt. 22/01/2026

The Executive Engineer, RD Jirania Division, RD Department, Jirania, West Tripura invites percentage/rate e- tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders upto 3.00 P.M. of 02/02/2026 for 05 (Five) nos. work. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 7005296697. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C- 4043/26

Sd/- Executive Engineer
RD Jirania Division
Jirania, West Tripura

NOTIFICATION

WALK-IN-INTERVIEW will be held for filling up vacant post of Anganwadi Worker (AWW) & Anganwadi Helper (AWH) in various Anganwadi Center (AWC) as per list specified below on purely temporary "No work No Honorarium" basis under the Office of the Child Development Project Officer, Hrishyamukh ICDS Project, Belonia, South Tripura. The interested candidates who fulfill the eligibility criteria may apply in prescribed format (available in the office of the Undersigned) along with all necessary self attested documents.

Details of vacancy in Anganwadi Centers:

Sl. No.	Name of Anganwadi Center (AWC)	Name of Gram Panchayet / Village Council	Name of Block	No. of Vacant Post for Anganwadi Worker (AWW)	No. of Vacant Post for Anganwadi Helper (AWH)
1	2	3	4	5	6
1.	Jambu Tripura AWC	Mohininagar VC	Hrishyamukh	1 (one)	Nil
2.	Charan Singh AWC	Shibpur VC	Hrishyamukh	1 (one)	Nil
3.	Manirampur No-2 AWC	Manirampr VC	Hrishyamukh	1 (one)	Nil
4.	Tekka Reserve Forest AWC	Dhananjoynagar VC	Hrishyamukh	1 (one)	Nil
5.	Joypur AWC	Nalua GP	Hrishyamukh	Nil	1 (one)
6.	North Haripur AWC	South Matai GP	Hrishyamukh	Nil	1 (one)
7.	Krishnapur AWC	Joykatpur GP	Hrishyamukh	Nil	1 (one)
8.	Ratanpur AWC	Ratanpur VC	Hrishyamukh	Nil	1 (one)
9.	Hari Sardar Para AWC	Shibpur VC	Hrishyamukh	Nil	1 (one)
10.	Manirampur No-2 AWC	Manirampr VC	Hrishyamukh	Nil	1 (one)
11.	Tekka Reserve Forest AWC	Dhananjoynagar VC	Hrishyamukh	Nil	1 (one)

Application will be received from 02/02/2026 to 11/02/2026 except holidays from 11 AM to 3 PM. For details visit O/o the CDPO, Hrishyamukh ICDS Project, Belonia, South Tripura during office hours.

ICA/D-1888/26

Sd/-
CDPO
Hrishyamukh ICDS Project South Tripura

চীনকে টেক্কা দিতে ভারত-কেন্দ্রিক বড় বৈঠক আয়োজন করছে যুক্তরাষ্ট্র: ফেভারিট হবে নয়াদিল্লি

ওয়াশিংটন/নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি : যুক্তরাষ্ট্র-চীন অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা পর্যালোচনা কমিশন ২০২৬ সালের প্রথম সরকারি শোনাপড়া ১৭ ফেব্রুয়ারি ভারতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একটি বৈঠক আয়োজনের পরিকল্পনা করছে। এতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে নয়াদিল্লির সম্পর্ক, বেইজিংকে ঘিরে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শক্তির ভারসাম্য বিশ্লেষণ করা হবে।

দ্বিপাক্ষিক সাংসদীয় এই কমিটি জানিয়েছে, এই বিশেষ বৈঠকে ভারতের চীন ও যুক্তরাষ্ট্রদুই রাষ্ট্রের সঙ্গেই সম্পর্ক-কে কেন্দ্র করে ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক ইস্যুগুলি আলোচনা হবে। এতে সীমান্ত বিরোধ, ভারত মহাসাগরে নৌপথ প্রবেশাধিকার, এবং একটি শক্তিশালী ইন্দো-প্যাসিফিক শক্তি হিসেবে ভারতের ভূমিকা বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা হবে।

এ ছাড়াও বৈঠকে ভারত—চীন সম্পর্কের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিকও যাচাই হবেযেমন বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর ও ফার্মাসিউটিক্যাল সরবরাহ শৃঙ্খলসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি খাতে ভারতের আত্মনির্ভরতা গড়ে তুলতে নেওয়া উদ্যোগ।

ইউএসসিসি জানিয়েছে, এই বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র---ভারত কৌশলগত অংশীদারিত্ব বাড়াতে অগ্রসর নীতিগুলিও পর্যালোচিত হবে এবং নয়াদিল্লির বেইজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কীভাবে আমেরিকার অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা স্বার্থে প্রভাব ফেলতে পারেতাও মূল্যায়ন করা হবে।

এ শোনাপড়া এমন সময় আয়োজিত হচ্ছে যখন ভারত চীনকে দড়ি খোয়ানো অর্থনৈতিক প্রবেশ পথ "গ্রেডেড"ভাবে খুলতে বিবেচনা করছে; তবে তা হবে যথাযথ "দিলে-নে"য়ের ভিত্তিতে। ২০২০ সালের গালওয়ান উপত্যকা সংঘর্ষের ৪ বছর পর দুইদলীয় সম্পর্ক চাপমুক্ত হওয়ার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এরপর ২০২৪ সালের ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে রাশিয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সাক্ষাৎ হয়, এবং পরে প্রধানমন্ত্রী মোদি ৭ বছর পর চীনে সফর করেন।

এর পরবর্তী পর্যায়ে বেইজিং ও নয়াদিল্লি সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কিছু বিচ্ছিন্ন ইস্যু মেটাতে পারায় ৫ বছর বন্ধ বিমান পরিষেবা পুনরায় চালু এবং ভারতীয় বাজারে কিছু চীনা প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগ ও সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় পুনরায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, এই বৈঠকই অনুষ্ঠিত হবে ঠিক কয়েক সপ্তাহ আগে যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এপ্রিল ২০২৬-এ চীনে রাষ্ট্রীয় সফরে যাবেন। এটিও ইঙ্গিত দেয় আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ভারসাম্যের জটিলতায় বেইজিং ও ওয়াশিংটনের মোকাবিলায় নয়াদিল্লির কৌশলগত গুরুত্ব বাড়ছে।

ট্রাম্প নিজেও বলেছেন, সংক্রামক কোভিড-১৯ মহামারির পর টানাপোড়েনপূর্ণ থাকা দুই বৃহৎ অর্থনীতির সম্পর্ক আজ শক্তিশালী হচ্ছে, এবং বেইজিং ভারি পরিমাণে আমেরিকান সয়াবিন ক্রয় করছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র---চীন অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা পর্যালোচনা কমিশন হলো অক্টোবর ২০০০-এ যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস দ্বারা গঠিত একটি দ্বিপাক্ষিক সাংসদীয় কমিটি। এর মূল উদ্দেশ্য হলো যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রভাব পর্যবেক্ষণ, তদন্ত ও প্রতিবেদন তৈরি করা।গত দশকে, ওয়াশিংটন ভারতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেছে চীনের প্রভাব মোকাবিলা ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ভারসাম্য বজায় রাখতে। ভারতের কৌশলগত অবস্থান ও সামরিক সক্ষমতা এই প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন।

'বিকশিত ভারত' বিষয়ক বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬: সেন্ট্রাল ব্যুরো অব কমিউনিকেশন আগরতলা ফিল্ড অফিসের উদ্যোগে শুক্রবার আগরতলার বাণী বিদ্যাপীঠ বালিকা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে "বিকশিত ভারত, স্বচ্ছতা হি সেবা, এক পেড় মা কে নাম এবং নেশামুক্ত মুক্ত ভারত অভিযান" নিয়ে এক বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচির অনুষ্ঠিত হয়। মূলত বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই আয়োজন।

কর্মসূচির সূচনা হয় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে। এর পর হয় পরিচ্ছন্নতা অভিযান। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল পরিচ্ছন্ন ও সবুজ সমাজ গঠনের বার্তা প্রচার করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণী বিদ্যাপীঠ বালিকা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী দীপ্তি দেববর্মা; জাতীয় যুব পুরস্কারপ্রাপ্ত সমাজকর্মী শ্রী সুব্রত বিশ্বাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্রের সহকারী অধিকর্তা শ্রী কুনাল শিন্ডে; অল ইন্ডিয়া রেডিও, প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো ও সেন্ট্রাল ব্যুরো অব কমিউনিকেশনের আগরতলা ফিল্ড অফিসের সহকারী অধিকর্তা শ্রী পিনাকী সরকার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় কর্মসূচির তিনটি প্রধান বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে শ্রী সুব্রত বিশ্বাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকশিত ভারত-২০৪৭-এর দূরদর্শী পরিকল্পনার ব্যাখ্যা দেন। যার লক্ষ্য স্বাধীনতার শতবর্ষে ভারতকে একটি সম্পূর্ণ উন্নত দেশে রূপান্তরিত করা। তিনি দৈনন্দিন জীবনে পরিচ্ছন্নতাকে অভ্যাসে পরিণত করার গুরুত্ব তুলে ধরে সমাজের প্রাথমিক স্তরে স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশন রক্ষায় সক্রিয় জনঅংশগ্রহণের ওপর জোর দেন। 'এক পেড় মা কে নাম' অভিযানে তিনি সকলকে তাঁদের মায়েদের সম্মানে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান এবং বায়ু পরিশোধন, জল সংরক্ষণ, দূষণ হ্রাস, জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করতে গাছের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। 'নেশামুক্ত ভারত অভিযান' প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষার্থীদের মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকার পরামর্শ দেন এবং নেশামুক্ত থাকার শপথ গ্রহণের আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথি শ্রী কুনাল শিন্ডে শিক্ষার্থীদের নেশার ফাঁদে না পড়ার আহ্বান জানান এবং কেউ যদি মাদক গ্রহণে প্ররোচিত করে, তবে দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করার পরামর্শ দেন। তিনি ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ বার্ষিকীর প্রসঙ্গ টেনে গান্ধীজির আদর্শের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বকে সুন্দরভাবে সংযুক্ত করার কথা বলেন। সেইসঙ্গে তিনি সুস্থ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে ব্যাপক জন-অংশগ্রহণের আহ্বানও জানান।

এই কর্মসূচিতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপণ, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, সেমিনার এবং উন্মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। প্রায় ১৫০ জন অংশগ্রহণকারী এই বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী বর্ণালী দাস, শ্রীমতী শিউলি চক্রবর্তী সহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, সকল কর্মীবৃন্দ এবং ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

শহীদ দিবসে রাজ্যপালের শ্রদ্ধা নিবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি: আজ মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু দিবস। এই দিনটি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মবলিদানকারী স্বাধীনতা সংগ্রামীগণের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শহীদ দিবস হিসেবেও পালন করা হয়। আজ রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু সার্কিট হাউজ সংলগ্ন মূর্তি প্রাঙ্গণে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গান্ধীজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এরপর তিনি গান্ধীঘাটস্থিত গান্ধীবেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহাত্মাগান্ধীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মূর্তি প্রাঙ্গণে এবং গান্ধীঘাটস্থিত গান্ধীবেদিতে রাজ্যপালের শ্রদ্ধা জানানোর সময় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা উপস্থিত থেকে গান্ধীজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্যও মহাত্ম গান্ধীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, মহাত্মা গান্ধী সত্য, অহিংসা এবং স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের কথা বলে গেছেন। তাঁর এই বক্তব্য আজও প্রাসঙ্গিক। গান্ধীজীর জীবনাদর্শ অনুসরণ করতে এবং দেশকে স্বনির্ভর ও শক্তিশালী করতে স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করার জন্য রাজ্যপাল সবার প্রতি আহ্বান জানান। লোক ভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধীর ৭৮তম প্রয়াণ দিবস পালন বনমালীপুরে, সরকারের নীতির কড়া সমালোচনা বিধায়ক গোপালচন্দ্র রায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি: বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বলকান চৌমুহনীতে আজ মহাত্মা গান্ধীর ৭৮তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে এক স্মরণসভা ও কর্মসূচির আয়োজন করে বনমালীপুর ব্লক কংগ্রেস কমিটি। ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এলাকায় সাফাই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন বনমালীপুরের বিধায়ক গোপালচন্দ্র রায়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক সঞ্জীব সূত্রধর সহ কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও কর্মীরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক গোপালচন্দ্র রায় বর্তমান সরকারের কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, এমজিএনরেগা প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণমূলক প্রকল্পকে কার্যত ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।বিধায়ক গোপালচন্দ্র রায় অবিলম্বে সরকারের এই উদ্যোগ বন্ধ করার দাবি জানান এবং এমজিএনরেগা প্রকল্পের মূল কাঠামো ও উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ন রাখার আহ্বান জানান।

বিশ্রামগঞ্জে চোরের বাড়বাড়ন্ত, সদ্য স্বামীহারা মহিলার ঘর থেকে টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার চুরি

বিশ্রামগঞ্জ, ৩০ জানুয়ারি: বিশ্রামগঞ্জ থানার পশ্চিম বড়জলা এলাকায় সদ্য স্বামীহারা মহিলার ঘরের চোরের দল হানা দিয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে নগদ ১০ হাজার টাকা ও মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে পালিয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে।জানা গিয়েছে, অসহায় বিধবা কণিকা দাস-এর ঘরের দরজা শাবল দিয়ে ভেঙ্গে চোরেরা চলে যায়। চোরের দল হানা দিয়ে নগদ ১০ হাজার টাকা, স্বর্ণালঙ্কার, ১০ কেজি চাল, পাঁচটি শাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কণিকা দাসের স্বামী শিবুদাসের মৃত্যু মাত্র দেড় মাস হলো। কয়েকদিনের মধ্যে বাড়িতে বৈষ্ণব সেবা দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু গতকাল গভীর রাতে চোরের দল সমস্ত মূল্যবান জিনিস চুরি করে নিয়ে যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চড়িলামে বিদ্যালয় পরিদর্শকের বিরুদ্ধে অমানবিকতার অভিযোগ, শিক্ষকরা বেতন বন্ধ রাখার অভিযোগ

আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি: ননজলা সিনিয়র বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুনীল দেবনাথ, শিক্ষক খুরসেদ আলম এবং শিক্ষিকা নাসরিন সুলতানা চড়িলাম বিদ্যালয় পরিদর্শক উত্তম কুমার দত্তের বিরুদ্ধে অমানবিক আচরণের অভিযোগ তুলেছেন।

তাদের অভিযোগ, বিদ্যালয় পরিদর্শক সময়ের আগে স্কুল থেকে চলে যাওয়ার জন্য তিনজন শিক্ষকের বেতন আটকে রেখেছেন এবং শোকজ নোটিশ দিয়েছেন। প্রধান শিক্ষক সুনীল দেবনাথ জানিয়েছেন, তিনি বিদ্যালয় আসার ১০ মিনিট আগে মিড ডে মিলের জন্য গ্যাস সিলিন্ডার আনতে গিয়েছিলেন।

খুরসেদ আলম স্ত্রী অসুস্থ হওয়ায় হাসপাতালে গিয়েছিলেন। নাসরিন সুলতানা গর্ভবতী এবং বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার চার মিনিট আগে বাড়ি ফিরছিলেন। এই ন্যূনতম কারণে আমাদের বেতন বন্ধ করা হয়েছে অভিযোগ করেন শিক্ষকরা। তারা জানান, ডেপুটি ডিরেক্টর রুদ্রদীপ নাথকে বিষয়টি জানানো হয়েছে যিনি বিদ্যালয় পরিদর্শককে বেতন চালু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে এরপরও বেতন এখনো প্রদত্ত হয়নি। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, চড়িলাম বিদ্যালয় পরিদর্শক শুক্রবারের নামাজসহ ধর্মীয় কার্যক্রমে বাধা দিচ্ছেন এবং অফিসের দুই সহকর্মী বিপ্লব ও পার্থের মাধ্যমে সমস্ত কাজকর্ম চালাচ্ছেন। শিক্ষকরা জানিয়েছেন, উত্তম কুমার দত্তের এই আচরণ অধীনের শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ এবং অমানবিক।

শুক্রবার দুপুরে ননজলা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে শিক্ষকরা সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেন, বেতন না পেয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে আমরা ভীষণ সমস্যার মধ্যে রয়েছি এবং দ্রুত বেতন চালু করার দাবী জানাচ্ছি।

দ্রুতগামী বাইকের ধাক্কায়

● প্রথম পাতার পর

প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা শিশুটির অবস্থাকে আশঙ্কাজনক বলে জানান।

পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য আহত শিশুটিকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

প্রেমিক যুগলের ঝুলন্ত মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক বজায় ছিল। আজ সাত সকালে দক্ষিণ পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গুয়ামুড়া পাড়ার একটি ছড়ার পাশে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে গিয়েছে ঘটনাস্থলে যাত্রাপুর থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত্যুর ধরন অস্বাভাবিক এবং দৃশ্যটি বৈচিত্রময়, যার কারণে ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনের জন্য ময়নাতদন্ত ও তদন্ত চালানো হচ্ছে। যাত্রাপুর থানার ওসি সিতি কন্ঠ বর্ধন জানিয়েছেন, মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্যে কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বিলোনীয়া প্রাইমারী মার্কেটিং কোঃঅপারেটিভ সোসাইটির বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩০ জানুয়ারি: বিলোনীয়া প্রাইমারী মার্কেটিং কোঃঅপারেটিভ সোসাইটির বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার বেলা বারটায় মার্কেটিং সোসাইটির অফিস প্রাঙ্গনে। প্রদীপ প্রজ্বলন ও পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্টানের শুভ সূচনা করেন দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লা চরন নোয়াতিয়া।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মন্ত্রী আলোচনা রাখতে গিয়ে সোসাইটির নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে,তিনি বলেন কিভাবে সোসাইটির উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে সঠিক পরিকল্পনা থাকতে হবে তবেই সোসাইটির উন্নয়ন হবে। পরিশেষে তিনি সোসাইটির সার্বিক সফলতা কামনা করেন।

বিলোনীয়া প্রাইমারী মার্কেটিং কোঃ অপারেটিভ সোসাইটির বার্ষিক সাধারন সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী শুক্লা চরন নোয়াতিয়া,দক্ষিন জেলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত বিলোনীয়া পুরপরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ, বিলোনীয়া মার্কেটিং কো- অপারেটিভ চ্যায়ারম্যান অলক রায়, বিলোনীয়া পুরপরিষদের কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী, সমবায় নিয়ামক দশরথ দেববর্মা সহ দপ্তরের আধিকারিক গন।

গান্ধীজির তিরোধান দিবসে এমজিএনরেগা বাতিলের প্রতিবাদে প্রদেশ কংগ্রেসের ৪ ঘন্টার গণ অবস্থান

আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি : সত্য ও অহিংসার প্রতীক ও জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে এমজিএনরেগা বাতিলের বিরুদ্ধে চার ঘণ্টাব্যাপী গণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। পাশাপাশি, মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান দিবস উপলক্ষে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন নেতৃত্বরা। এরপর কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কর্মীরা গান্ধীঘাটের শহীদ বেদীতে গিয়ে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরবর্তী সময়ে মনরেগা বাঁচাও কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে প্রায় চার ঘণ্টাব্যাপী গণ অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এদিনের কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলেন, বাপুর আদর্শ আজও আমাদের ন্যায়বিচার, শান্তি ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকার কার্যত মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকে অপমান করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি আরও বলেন, এমজিএনরেগা প্রকল্প বাতিল করে নতুন ভি বি-জি রাম জি প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যা দেশের গরিব ও দুঃস্থ মানুষের স্বার্থবিরোধী। এমজিএনরেগা প্রকল্পের ফলে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে গ্রামীণ শ্রমিকরা উপকৃত হতেন। কিন্তু এই প্রকল্প বাতিল হলে গ্রামীণ দরিদ্র শ্রমিকরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি অবিলম্বে এমজিএনরেগা বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জোরালো দাবি জানান।

অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত দুই দোকান, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি : কমলপুর কলেজ সংলগ্ন এলাকায় গভীর রাতে সংঘটিত এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দুটি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দুইজন ব্যবসায়ী। আগুনে দোকানের ভেতরে থাকা জিনিসপত্র, আসবাবপত্র ও নগদ অর্থ পুড়ে যাওয়ায় ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন তারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত আনুমানিক ৩টার দিকে হঠাৎ করে একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের আরেকটি দোকানে। দোকান দুটি টিন ও কাঠের তৈরি হওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো দোকান গ্রাস করে ফেলে। খবর পেয়ে স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন এবং দমকলবাহিনীকে খবর দেন। দীর্ঘ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। তবে ততক্ষণে দোকান দুটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান, আগুনে তাদের ১৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। দোকানে থাকা পণ্য, ফ্রিজ, শোকেস, নগদ টাকা ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সবই পুড়ে গেছে। এতে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। আগুনের সূত্রপাত কিভাবে হয়েছে তা এখনো জানা যায়নি।

এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত দুই ব্যবসায়ী সরকারি সহায়তার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তারা দ্রুত আর্থিক সহায়তা পেলে আবার ব্যবসা শুরু করতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন।

তৃতীয় বর্ষ চড়িলাম শিশু মেলায় উদ্বোধন করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জানুয়ারি: শুক্রবার তৃতীয় বর্ষ চড়িলাম শিশু মেলায় উদ্বোধন হয় বিকেল তিনটায়। কেন্দ্রীয় প্রাক্তন প্রতি মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের হাত ধরে তৃতীয় বর্ষ শিশু মেলায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চড়িলাম ব্লক, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন খেলা ভৌমিক, চড়িলাম ব্লক বি এ সি চেয়ারম্যান জাকুলো দেববর্মা, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অমর চাঁদ দেবনাথ।

চড়িলাম তৃতীয় বর্ষ শিশু মেলা কমিটির চেয়ারম্যান তাপস দাস আলোচনা করতে গিয়ে আহ্বান রাখেন রাজ্যের সহ সিপাহীজলা জেলার সকল নাগরিকরা যাতে শিশুদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকরা মেলায় আসেন। চারদিনব্যাপী চড়িলাম তৃতীয় বর্ষ শিশু মেলায় ১৪ টি ইভেন্টে ৩ থেকে ১৫ বছরের ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করেছেন। চারদিনব্যাপী শিশু মেলাকে কেন্দ্র করে চড়িলাম মাঠকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গান এবং নিত্য পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পীরা। এবং উপজাতি নৃত্য পরিবেশন করেন। আলোচনা করতে গিয়ে প্রতিমা ভৌমিক বলেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

পুলিশে বড়সর রদবদল

● প্রথম পাতার পর

ও এয়ারপোর্ট থানায় একাধিক রদবদল করা হয়েছে। তালিকায় দুইজন আনআর্মড ব্রাঞ্চের সাব-ইনস্পেক্টরও রয়েছেন, যাদের জেলা ও থানা স্তরে বদলি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সব জেলা পুলিশ সুপার ও আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্বদেশী ভাবনা আজও

● প্রথম পাতার পর

গান্ধি নামে পরিচিত, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে চিরস্মরণীয়। 'অহিংসা' ও অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্বাধীনতার লড়াইয়ে শামিল করেন এবং ব্রিটিশ শাসনের অবসানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি আততায়ীর গুলিতে নিহত হন গান্ধিজি। দিনটি প্রতিবছর 'শহিদ দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। দেশজুড়ে নানা স্তরের মানুষ তাঁর শান্তি, ঐক্য ও নৈতিক সাহসের উত্তরাধিকার স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বঙ্গে নির্বাচনে বিজেপির সাংগঠনিক

● প্রথম পাতার পর

মসনদে বসার পর বিজেপির জন্য পশ্চিমবঙ্গ মর্যাদার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। নির্বাচন প্রভারী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভুপেন্দ্র যাদব এবং সহ প্রভারী সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব তাই কোমড় বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছেন। প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বরা ইতিমধ্যেই বঙ্গ সফর শুরু করে দিয়েছেন। সম্প্রতি বিজেপির তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নড্ডা পশ্চিমবঙ্গ সফরে গিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের নেতৃত্বদের বাংলা দখলে আদা জল খেয়ে নেমে পড়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

স্বাভাবিকভাবেই, বিহার, উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি ত্রিপুরা থেকেও নেতৃত্বরা পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে সংগঠন সামলাতে ঘাঁটি গেড়ে বসবেন। সূত্রের খবর, প্রতিমা ভৌমিক, অভিষেক দেব রায়, নবাদল বনিক, সুশান্ত দেব এবং ভগবান দাস-কে ৭টি করে বিধানসভার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাকিদের প্রত্যেককে একটি করে বিধানসভা এলাকার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২৮টি আসনেই

● প্রথম পাতার পর

এডিসি নির্বাচনের প্রচার অভিযান করা হবে। বিজেপি মানেই উন্নয়ন, তাই জনজাতি অংশের মানুষ বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। তারা বুঝতে পেরেছে, বিজেপি শুধুমাত্র জনজাতিদের উন্নয়ন করতে পারে। তিনি আরো বলেন, পাহাড়ে একটি কেন্দ্রীয় দল প্রয়োজন। স্থানীয় দলের শাসনের ফলে পাহাড়ের উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে আছে। তাই পাহাড়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজেপিই একমাত্র ভরসা বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহার।

এই দিনের এই সাংগঠনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, বিজেপি মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তীর সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব গন।

মেয়রের পৌরহিত্যে দুটি বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা শহরের যানজট সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

প্রথম বৈঠকে হাওড়া মার্কেটের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে জানানো হয়, হাওড়া মার্কেটের একটি অংশে অবৈধভাবে ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে এবং সেইসব ব্যবসার আড়ালে নেশা জাতীয় দ্রব্যের অবৈধ বেচাকেনার অভিযোগ উঠে এসেছে। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আগরতলা পুর নিগম কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শীঘ্রই হাওড়া মার্কেট এলাকা থেকে অবৈধ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা হবে বলে জানানো হয়।

এছাড়াও বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, হাওড়া মার্কেটে যারা বৈধভাবে ব্যবসা করছেন, তাঁদের জন্য সুসংগঠিত ও ব্যবস্থাপনা সমৃদ্ধ একটি নির্দিষ্ট জায়গার ব্যবস্থা করা হবে, যাতে তাঁরা সুষ্ঠুভাবে তাঁদের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারেন। উল্লেখ্য, হাওড়া মার্কেট সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ জমা পড়ার পরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিনের বৈঠকে হাওড়া মার্কেটের ব্যবসায়ীরাও উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে, বিকেলে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার, সংশ্লিষ্ট এসডিএম, ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিক সহ অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধিরা। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আগরতলা শহরে ফের বিশেষ অভিযান চালানো হবে। ফুটপাত দখল করে অবৈধভাবে ব্যবসা করা এবং শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যানজট সৃষ্টি করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এছাড়াও শহরকে যানজটমুক্ত রাখতে একটি সুপরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়। যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে কোন কোন এলাকায় কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেন মেয়র দীপক মজুমদার।

সব মিলিয়ে, একদিকে হাওড়া মার্কেটকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা এবং অন্যদিকে আগরতলা শহরকে যানজটমুক্ত রাখতে আগরতলা পুর নিগমের তরফে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে এই দুটি বৈঠকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়।

এসটিএফের অভিযানে উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

অবৈধ অর্থ লেনদেন-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে আজ তার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানেকালে হাফিস মিয়া সহ তার পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে ছিলেননা। তার বাড়ি থেকে ধারালো অস্ত্র, নগদ তিন লক্ষ টাকা, টাকা গুনার মেশিন, নেশা বাণিজ্যের হিসাবের খাতা, নেশা সামগ্রী প্যাকেট করার কাজে ব্যবহৃত পলিথিনের খালি প্যাকেট উদ্ধার হয়েছে।

কং-এর ৪ ঘণ্টার গণঅবস্থান

● প্রথম পাতার পর

সামনে এমজিএনরেগা বাতিলের বিরুদ্ধে চার ঘণ্টাব্যাপী গণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। পাশাপাশি, মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান দিবস উপলক্ষে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণের করেন নেতৃত্বরা।

এরপর কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কর্মীরা গান্ধীঘাটের শহীদ বেদীতে গিয়ে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরবর্তী সময়ে মনরেগা বাঁচাও কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী গণ অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এদিনের কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলেন, বাপুর আদর্শ আজও আমাদের ন্যায়বিচার, শান্তি ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকার কার্যত মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকে অপমান করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।তিনি আরও বলেন, এমজিএনরেগা প্রকল্প বাতিল করে নতুন ভি বি-জি রাম জি প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যা দেশের গরিব ও দুঃস্থ মানুষের স্বার্থবিরোধী। এমজিএনরেগা প্রকল্পের ফলে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে গ্রামীণ শ্রমিকরা উপকৃত হতেন। কিন্তু এই প্রকল্প বাতিল হলে গ্রামীণ দরিদ্র শ্রমিকরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

তিনি অবিলম্বে এমজিএনরেগা বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জোরালো দাবি জানান।

ক্রীড়াঙ্গন

নাইডু ট্রফি : পিটিএজি-তে ত্রিপুরাকে টপকে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে দিল্লি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঘরের মাঠেই চাপের মুখে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ দিল্লি। খেলা কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটের এলিট গ্রুপের। আজ, শুক্রবার থেকে আগরতলার পুলিশ টেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে ত্রিপুরা ও দিল্লির মধ্যে ৪ দিনের ম্যাচ শুরু হয়েছে। উভয় দলের পক্ষে এটি পঞ্চম রাউন্ডের খেলা। সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে সফরকারি দিল্লি দলের অধিনায়ক অর্পিত রানা প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। স্বাগতিক ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলেও ঠিকভাবে তা কাজে লাগাতে পারেনি। অমিত আলীর ব্যাটে সর্বাধিক ৪২ রান এসেছে আটষট্টি বল খেলে ছটি বাউন্ডারি সহযোগে।ওপেনার দেবাংশু দত্তের ৩৬ রান, সত্যজিৎ দাসের ২৪ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। দিল্লির রজনীশ দাদার চারটি উইকেট তুলে নিয়েছে ২০ রানের বিনিময়ে। এছাড়া, সৌর্য মালিক ও রৌনক ওয়াঘেলা দুটি করে এবং দেব লাকড়া ও অর্পিত রানা একটি করে উইকেট পেয়েছেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দিল্লি সূচনায় দারুণ খেললেও দলীয় ৪৮ রানের মাথায় যশ ভাটিয়া ব্যক্তিগত ১৪ রানে, দীপেন বিশ্বাসের বলে বোল্ড হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরলে ওপেনার অধিনায়ক অর্পিত রানাকে সঙ্গ দিতে আসে অঙ্কিত রাজেশ কুমার। দিনের অন্তিম পর্যায়ে ২৭তম ওভারের দ্বিতীয় বলে অমিত আলী, অঙ্কিত রাজেশ কুমার কে ব্যক্তিগত ৪৫ রানে কট অ্যান্ড বোল্ড করে সাজঘরে ফেরত পাঠায়, দলীয় ১১৫ রানের মাথায়। দিল্লি এই মুহূর্তে ৩৪ রানে পিছিয়ে রয়েছে। তবে তাঁদের হাতে আট উইকেট বর্তমান। আগামীকাল, শনিবার দ্বিতীয় দিনের প্রথম বেলায় হয়তো দিল্লি প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেবে। অতঃপর দিল্লি দল কতটুকু এগিয়ে যাবে তার উপর নির্ভর করছে ম্যাচের ভবিষ্যৎ।

অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের মূলপর্বের লাইনআপ চূড়ান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। আগামী তিন থেকে পাঁচ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের মূল পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৩২ টি দলকে নিয়ে আয়োজিত আটটি গ্রুপের লীগ পর্যায়ের খেলা শেষে ১৬ টি দল প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে নকআউট পদ্ধতিতে খেলবে। একই সময়ে রাজ্যের আটটি মাঠে আটটি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। নর্থ বিলোনিয়া গ্রাউন্ডে পোলস্টার ক্লাব খেলবে কৈলাশহরের বিরুদ্ধে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে কসমোপলিটন ক্লাব ও আমবাসা পরস্পরের মুখোমুখি হবে। টিআইটি গ্রাউন্ডে মোহনপুর ও চলমান সংঘ পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে উদয়পুর খেলবে সোনামুড়ার বিরুদ্ধে। রানিরবাজার স্কুল গ্রাউন্ডে তেলিয়ামুড়া বনাম ধর্মনগরের খেলা। উদয়পুরে জামজুরি গ্রাউন্ডে বিশালগড় ও বিলোনিয়া পরস্পরের মুখোমুখি হবে। নীপকো গ্রাউন্ডে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ও বনমালী পুর ক্রিকেট ক্লাব (বিসিসি) পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। ধর্মনগরে কলেজ গ্রাউন্ডে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব (জেসিসি) এবং ওল্ড প্লে সেন্টার (ওপিসি) পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

কেরালায় মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে রাজ্যের পদক জয় অব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করছেন ত্রিপুরার মাস্টার্স অ্যাথলেটরা। কেরালার তিরুবনন্তপুরমে চন্দ্রশেখর নায়ার স্টেডিয়ামে আজ, শুক্রবার মাস্টার্স চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় দিনে ত্রিপুরার এথলেটরা বেশ কয়টি পদক জিতে নিয়েছেষ। ৩৫ ততোর্ধ বিভাগে লিটন দেববর্মা হাই জাম্পে তৃতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। ৪৫ ততোর্ধ বিভাগে রাশু বিশ্বাস হাই জাম্পে ব্রোঞ্জ পদক, ৭৫ ততোর্ধ বিভাগে শেফালী বর্ধন ট্রিপল জাম্পে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রৌপ্য পদক পেয়েছেন। অর্চনা বনিক পেয়েছেন ট্রিপল জাম্পে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক জিতেছেন। জবা পাল দত্ত ট্রিপল জাম্পে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। গায়ত্রী মজুমদার ৫৫ ততোর্ধ বিভাগে ৩০০ মিটার হার্ডেল রেসে স্বর্ণপদক জিতে নিয়েছেন। রত্না খাতুন ৩৫ ততোর্ধ বিভাগে ট্রিপল জাম্পে তৃতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। তিন দিন মিলিয়ে ত্রিপুরা দলের অ্যাথলেটরা সর্বোপরি ১৭ টি পদক জিতে নিয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছে ৪টি স্বর্ণপদক। গত দুই দিনে ত্রিপুরা দলের মিতালী দেবনাথ দুটি স্বর্ণপদক পেয়েছেন ৮০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার দৌড়ে। এছাড়া শেফালী বর্ধনের জোড়া রৌপ্য পদক। ১১০ মিটার হার্ডেলসে রিপন দাস রৌপ্য পদক পেয়েছেন।

স্পিনারদের দখলে ১০ উইকেট! অস্ট্রেলিয়াকে ৭ বছর পর হারাল পাকিস্তান জিতে টি২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু বাবরদের

শেষ বার ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়াকে কোনও টি-টোয়েন্টি ম্যাচে হারিয়েছিল পাকিস্তান। ২০১৯ সালে একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। মাঝে সাত ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সাতটিই হেরেছিল পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার লাহৌরের মাটিতে অস্ট্রেলিয়াকে ২২ রানে হারালেন বাবর আজমেরা। বিশ্বকাপে পাকিস্তান খেলবে কি না, তা নিয়ে এখনও সংশয় রয়েছে। সিদ্ধান্ত যা-ই হোক না কেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি শুরু হল পাকিস্তানের।প্রথম ম্যাচে দাপট দেখালেন স্পিনারেরা। লাহৌরের মন্থর উইকেটে দু'দলের স্পিনারের নিলেন ১০ উইকেট। মোট ১৬ উইকেটের মধ্যে দু'টি রানআউট। বাকি চারটি নিয়েছেন পেসারেরা। পাকিস্তানের কোনও পেসার অবশ্য কোনও উইকেট পাননি। সবই গিয়েছে স্পিনারদের ঝুলিতে।প্রথম ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৬৮ রান করে পাকিস্তান। ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান প্রথম বলে শূন্য রানে আউট হন। তবে অপর ওপেনার সাইম আয়ুব ভাল খেলেন। ২২ বলে ৪০ রান করেন তিনি। পাকিস্তানের ব্যাটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্ট্রাইক রেটে তিনিই খেলেন।বাবর ২৪ রান করলেও নিলেন ২০ বল। অর্থাৎ, তাঁর স্ট্রাইক রেটের সমস্যা এখনও মেটেনি। অধিনায়ক সলমন আলি আঘা নেমেছিলেন তিন নম্বরে। ২৭ বলে ৩৯ রান করেন তিনি। বাকি কেউ বড় রান পাননি। অস্ট্রেলিয়ার বোলারেরা অতিরিক্ত ১৭ রান দেন। তাঁদের হারের নেপথ্যে বড় কারণ সেটি।অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা ২৪ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন। দুই পেসার জেভিয়ার বার্টলেট ও মাহলি বিয়ার্ডম্যান ২ করে উইকেট নেন। ম্যাচ জিতলেও পাকিস্তানের ব্যাটারদের স্ট্রাইক রেট চিন্তায় রাখবে। বিশ্বকাপ চলাকালীন রাতে শিশিরের প্রভাব থাকবে। তখন প্রথমে ব্যাট করে অন্তত ১৮০ রান করতে না পারলে জেতা কঠিন।১৬৯ রান তাড়া করতে নেমে অসি ওপেনার ম্যাথু শর্ট ৫ রানে আউট হন। এই সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ট্রেভিস হেড ভাল খেলছিলেন। কিন্তু ১৩ বলে ২৩ রান করে আউট হন তিনি। ব্যাটের পর বল হাতেও নজর কাড়েন সাইম। হেডকে আউট করেন তিনি। কেকেআরের ক্যামেরন গ্রিন ৩১ বলে ৩৬ রান করেন।মাঝের ওভারে পর পর উইকেট পড়ায় সমস্যায় পড়ে অস্ট্রেলিয়া। শেষ দিকে বার্টলেট ২৫ বলে ৩৪ রান করেন। তাতে লাভ হয়নি। পাকিস্তানের বোলারেরা নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেন। মাত্র ৩ রান অতিরিক্ত দেন তাঁরা। সেটাই তফাত গড়ে দেয়। ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪৬ রান করে অস্ট্রেলিয়া। ২২ রানে হারে তারা। পাকিস্তানের বোলারদের মধ্যে সাইম ও আব্রার আহমেদ ২ করে উইকেট নেন। ১ করে উইকেট নেন শাদাব খান ও মহম্মদ নওয়াজ। বাকি দু'টি রানআউট। অর্থাৎ, শাহিন শাহ আফ্রিদিরা উইকেট পাননি। স্পিনারেরাই জেতান দলকে।

পি.টি. ঊষার স্বামী শ্রীনিবাসনের আকস্মিক প্রয়াণে এসজেএফআই-এর শোক প্রকাশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কিংবদন্তি অ্যাথলেট, রাজ্যসভার সাংসদ এবং ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পি.টি. ঊষার স্বামী ভি. শ্রীনিবাসনের অকাল ও আকস্মিক প্রয়াণে স্পোর্টস জার্নালিস্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া গভীরভাবে শোকস্তব্ধ ও মর্মাহত।ভি. শ্রীনিবাসন আজ, শুক্রবার ভোরে কেরালার কোঝিকোড়ে নিজ বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।প্রাক্তন জাতীয় স্তরের কাবাডি খেলোয়াড় এবং একজন নিবেদিতপ্রাণ ক্রীড়া প্রশাসক হিসেবে শ্রীনিবাসন ''ঊষা স্কুল অফ অ্যাথলেটিক্স''-এর সূচনালগ্ন থেকেই এর শক্তির স্তম্ভ ছিলেন। প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে তিনি এর বৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং সারা দেশের তরুণ অ্যাথলিটদের প্রতিভা বিকাশে নিরলস দিকনির্দেশনা ও সমর্থন জুগিয়েছেন। তাঁর শান্ত নেতৃত্ব, ক্রীড়াক্ষেত্রে উৎকর্ষের প্রতি আজীবন অনুরাগ এবং সহযোগিতামূলক স্বভাবের জন্য তিনি ক্রীড়া মহলে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের সাথে তাঁর দীর্ঘদিনের নিবিড় সম্পর্ক এবং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া আইকন পি.টি. ঊষার বর্ণাঢ্য কর্মজীবন ও তার পরবর্তী সময়ে তাঁর পাশে অটলভাবে থাকার কথা ফেডারেশন পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে।এই আকস্মিক প্রয়াণ ক্রীড়া জগতে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। এই গভীর শোকের মুহূর্তে এসজেএফআই শ্রীমতি পি.টি. ঊষা, তাঁর পরিবার, ঊষা স্কুল অফ অ্যাথলেটিক্স পরিবার এবং তাঁর সকল শুভানুধ্যায়ীদের পাশে দাঁড়াচ্ছে।স্পোর্টস জার্নালিস্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি, সম্পাদক, কার্যনির্বাহী কমিটি এবং সকল সদস্যের পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

সুস্থ তিলক, ম্যাচ খেলার ছাড়পত্র পেতে পারেন কয়েক দিনের মধ্যে

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ দু'টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচেও খেলতে না পারায় বিশ্বকাপের আগে তিলক বর্মাকে নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কি খেলতে পারবেন তিনি? এই প্রশ্ন বড় হওয়ার আগেই সুখবর পাওয়া গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সূত্রে। পেটের অস্ত্রোপচারের পর তিলক সম্পূর্ণ সুস্থ। আগামী রবিবারের মধ্যে তিনি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার ছাড় পত্র পেয়ে যেতে পারেন।বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে শুক্রবার একটি সিমুলেশন ম্যাচ খেলেছেন তিলক। চোট বা অসুস্থতা সারিয়ে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরার আগে বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিম এমন একটি ম্যাচে দেখে নেয় সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারকে। রিহ্যাব পর্ব শেষে ম্যাচ ফিট হওয়ার পর এই ম্যাচ খেলানো হয়। দেখা হয়, সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটার ম্যাচের সব রকম ধকল নিতে পারছেন কি না। সব কিছু খতিয়ে দেখে ছাড়পত্র দেয় মেডিক্যাল টিম।বিসিসিআইয়ের এক কর্তা সর্বভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, সব ঠিক থাকলে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ে ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিলক। বিশ্বকাপ শুরুর আগে ভারতীয় দলের হয়ে প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবেন ২৩ বছরের ক্রিকেটার। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে তিলক ম্যাচ খেলার মতো জায়গায় পৌঁছে যাওয়ায় স্বস্তিতে বোর্ড কর্তারা।২০ ওভারের ক্রিকেটে ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ের অন্যতম ভরসা তিলক। স্পিন বলও করতে পারেন। অজিত আগরকরেরা তাঁকে বিশ্বকাপের দলেও রেখেছেন। বিশ্বকাপে কথা মাথায় রেখেই বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিম তিলককে মাঠে ফেরাতে কোনও রকম তাড়াহুড়ো করতে চায়নি। বিশ্বকাপ খেলতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তা নিশ্চিত করতে চেয়েছেন বোর্ডের বিশেষজ্ঞেরা।শুধু তিলক নন, চোট সারিয়ে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন আরও দু'জন। জোরে বোলার ময়ঙ্ক যাদব এবং রিয়ান পরাগও। তাঁরাও শুক্রবার তিলকের সঙ্গে সিমুলেশন ম্যাচ খেলেছেন। ওয়াশিংটন সুন্দরের ক্ষেত্রে আরও কয়েক দিন সময় লাগবে। তাঁর জন্য আগামী সপ্তাহে সিমুলেশন ম্যাচের আয়োজন করা হতে পারে।

বিকাশের ব্যাটিং, আকাশের বোলিং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন পোলস্টার ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দারুন জয় পোলস্টার ক্লাবের।টানা তিন ম্যাচে জয়। তৃতীয় ম্যাচে সাব্রুমের বিরুদ্ধে ২৫৬ রানের বিশাল ব্যবধানে জয়। তিন ম্যাচে জয় অর্থাৎ জয়ের হ্যাটট্রিক করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে পোলস্টার ক্লাব প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। দুর্বল প্রতিপক্ষ সাব্রুম পরপর তিন ম্যাচেই হেরেছে। প্রথম দিন থেকেই সাব্রুমের বিরুদ্ধে জয়ের হাতছানি ছিল পোলস্টার ক্লাবের। এ-বিভাগ থেকে পোলস্টার ক্লাব অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছে। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। নর্থ বিলোনিয়া গ্রাউন্ডে বুধবারে ম্যাচ শুরুতে পোলস্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৫৭ ওভার ১ বল খেলে ১৯৫ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করলে জবাবে সাব্রুমের ইনিংস শেষ হয় ৭৮ রানে। প্রথম ইনিংসে ১১৭ রানে লিড নিয়ে পোল স্টার দ্বিতীয় ইনিংসে দুইদিন মিলিয়ে ৬৬ ওভার ৪ বল খেলে ২১৮ রানে ইনিংস শেষ করে। ৩৩৬ রানের বিশাল টার্গেট নিয়ে ব্যাট করতে নেমে সাব্রুম তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে নেয় ৭৯ রানে ৪৪ ওভার খেলে। পোলস্টার ক্লাবের পক্ষে বিশাল শীলের ২ ইনিংসে যথাক্রমে ৯৩ ও ৬০ রানের পাশাপাশি শুভ্রজিত সাহার ৩৪ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে পোলস্টারের আকাশ দে ৩৪ রানে ৬ টি উইকেট পেয়েছিল। সাব্রুমের পার্থ দেবনাথ ৬৭ রানে পাঁচটি এবং ৪২ রানে চারটি উইকেট পেয়ে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে বিশাল পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

অধিনায়কের কাণ্ড দেখে লজ্জায় লাল স্যামসন

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলতে ভারতীয় দল তিরুঅনন্তপুরমে পৌঁছেছে। সঞ্জু স্যামসনের রাজ্যে পা দিয়েই তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হয়ে গেলেন সূর্যকুমার যাদব !ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড একটি মজার ভিডিয়ো দিয়েছে সমাজমাধ্যমে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বিমানবন্দরে নেমে টিম বাসের দিকে যাওয়ার সময় অধিনায়ক সূর্য মজা করে সঞ্জুর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর ভূমিকা পালন করছেন।দেখা যায়, সঞ্জুর জন্য পথ ফাঁকা করছেন সূর্য। বলছেন, "রাস্তা ছাড়ুন, পাশে সরে যান, দয়া করে পথ দিন, কেউ ছবি তুলবেন না, চেট্টাকে (স্যামসনের ডাকনাম) কেউ বিরক্ত করবেন না।" সূর্যের কাণ্ড দেখে হেসে ফেলেন সঞ্জু। খানিকটা লজ্জাও পেয়ে যান।বিমানবন্দরের চলমান সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সূর্যকে সঞ্জু বলেন, "খুব ভাল লাগছে। সব সময়ই ভাল লাগে। কিন্তু নিজের রাজ্যে এসে আরও ভাল লাগছে।"ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের পঞ্চম টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি শনিবার তিরুঅনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে হবে।'ভাল লাগছে' বললেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে সঞ্জু একেবারেই রানের মধ্যে নেই। বিশ্বকাপে প্রথম দলে নিয়মিত সুযোগ পাবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ থাকছে। সিরিজের প্রথম চারটি ম্যাচে তিনি ১০, ৬, ০ এবং ২৪ রান করেছেন।দীর্ঘ দিন পর জাতীয় দলে ফেরা ঈশান কিশন এই সিরিজে দুর্দান্ত ব্যাটিং করছেন। সঞ্জুর মতো ঈশানও উইকেটরক্ষক। এর ফলে অনেকেই সঞ্জুর বদলে ঈশানকে খেলানোর দাবি তুলছেন।

ঝুঁকি নিতে নারাজ শ্রীলঙ্কা প্রশাসন, কলম্বোয় পা দিলেই সূর্যকুমার-সলমনদের মুড়ে ফেলা হবে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায়

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হবে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি। কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামকে সে দিন মুড়ে ফেলা হবে কড়া নিরাপত্তার চাদরে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নির্বিঘ্নে শেষ করতে এমনই পরিকল্পনা করেছেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট কর্তারা।টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রেখেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। শোনা যাচ্ছে গোটা বিশ্বকাপ বয়কট না করলেও সূর্যকুমার যাদবদের বিরুদ্ধে না-ও খেলতে পারেন সলমন আলি আঘারা। সরকারি ভাবে এখনও অবস্থান স্পষ্ট করেননি পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি। তবু ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিচে চাইছে না শ্রীলঙ্কা প্রশাসন। প্রস্তুতিতে ফাঁক রাখতে চাইছেন না তাঁরা। ভারত এবং পাকিস্তান ক্রিকেট দলের জন্য নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হচ্ছে।শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী সুনীল কুমারা গামাগে বলেছেন, ''ভারত-পাক ম্যাচে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। এই ম্যাচটিকে আমরা আলাদা গুরুত্ব দিচ্ছি। কলম্বোর বিমানবন্দরে নামা থেকে শ্রীলঙ্কা ছাড়া পর্যন্ত দু'দলের জন্যই কড়া নিরাপত্তা থাকবে। সশস্ত্র নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হবে। পুলিশ ছাড়াও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে কমান্ডো বাহিনী।'' অনেকটা বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানদের মতোই নিরাপত্তা দেওয়া হবে সূর্যকুমার, সলমনদের। বাকি দলগুলির জন্যও যথেষ্ট নিরাপত্তা থাকবে বলে জানিয়েছেন গামাগে।শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সচিব বান্দুলা দিশানায়েকও প্রায় একই কথা বলেছেন। ভারত-পাক ম্যাচের নিরাপত্তা নিয়ে তাঁর বক্তব্য, ''আমরা কোনও রকম আঞ্চলিক বিরোধে জড়াতে চাই না। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে সমস্যার কথা আমরা জানি। আমরা কারও পক্ষ নিতে চাই না। তিনটি দেশই আমাদের বন্ধু। অনুরোধ করা হলে, আমরা যে কোনও দেশের জন্যই প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে প্রস্তুত।''গ্রুপের ম্যাচ ছাড়াও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে নকআউট পর্বে। পাকিস্তান বিশ্বকাপের সব ম্যাচই খেলবে শ্রীলঙ্কায়। উল্লেখ্য, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

আবার অধিনায়ক শর্মার দরাজ প্রশংসা দ্রাবিড়ের মুখে

রোহিত শর্মার নেতৃত্ব ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে তাঁর কাজ সহজ করে দিয়েছিল। তাঁর জমানায় ভারতীয় দলের কৃতিত্বও রোহিতকে দিয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়। আগেও অধিনায়ক রোহিতের প্রশংসা শোনা গিয়েছে দ্রাবিড়ের মুখে। তিন বছর ভারতের কোচ ছিলেন দ্রাবিড়। তাঁর কোচিংয়ে ২০২৩ এক দিনের বিশ্বকাপে রানার্স এবং ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। দু'ক্ষেত্রেই অধিনায়ক ছিলেন রোহিত।

কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থার একটি অনুষ্ঠানে অধিনায়ক রোহিতের প্রশংসা করেছেন দ্রাবিড়। তিনি বলেছেন, "রোহিতের সঙ্গে কাজ করা খুব সহজ ছিল। সাদা বলের ক্রিকেট দ্রুত বদলাচ্ছিল। কোনও কোনও সময় রোহিত নিজেই দ্বন্দ্বে পড়ে যেত। আবার নিজেই পথ দেখাত। যখন অধিনায়ক নিজেই ঝুঁকি নিয়ে খেলতে চায়, তখন বাকি সকলের কাজ সহজ হয়ে যায়। কোচের কাজও। দলের জন্য নিজের রান, গড় সব কিছু ত্যাগ করতে রাজি ছিল ও।"

দ্রাবিড় মনে করেন রোহিতই ভারতীয় দলের ব্যাটিং বদলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "এক দশকের বেশি সময় ধরে সাদা বলের ক্রিকেটে ব্যাটিং ক্রমশ বদলে যাচ্ছিল। ব্যাটিংয়ের সব কিছুই বদলে যাচ্ছিল। একটা পর্যায়ে মনে হচ্ছিল, আমরা কিছুটা পিছিয়ে পড়েছি। আরও ভাল কিছু করা দরকার। নিজেদের আরও একটু ঠেলতে হবে। আরও ঝুঁকি নিতে হবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে। ওভার প্রতি আরও বেশি রান করতে হবে। একসঙ্গে এত কিছু পরিবর্তন সহজ ছিল না। অথচ রোহিতের সঙ্গে আলোচনা করার পর মনে হয়েছিল, কত সহজ ব্যাপার। অধিনায়ক রোহিতই খেলার ধরন বদলাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। দলের ব্যাটিংয়ের ধারা বদলে দিয়েছিল।" টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের কৃতিত্বও অধিনায়ক রোহিতকে দিয়েছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ।

ইউপি-কে উড়িয়ে মেয়েদের আইপিএলের ফাইনালে মন্ধানার বেঙ্গালুরু, প্লে-অফের দৌড়ে কোনও রকমে টিকে অভিষেকের দল

পর পর দু'ম্যাচে হারের পর জয়ে ফিরল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। গ্রুপের শেষ ম্যাচে ইউপি ওয়ারিয়র্জকে হারিয়ে মহিলাদের আইপিএলের ফাইনালে জায়গা পাকা করে নিল তারা। দাপট দেখিয়ে জিতলেন স্মৃতি মন্ধানারা। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪৩ রান করে ইউপি। ১৩.১ ওভারে রান তাড়া করে ৮ উইকেটে জিতে নেয় বেঙ্গালুরু। অর্ধশতরান করেন গ্রেস হ্যারিস ও মন্ধানা।প্রথম পাঁচ ম্যাচ জেতায় ফাইনালে উঠতে বাকি তিন ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটি জয় দরকার ছিল বেঙ্গালুরুর। কিন্তু আগের দুই ম্যাচে হারতে হয়েছিল তাদের। বৃহস্পতিবার আবার জয়ে ফিরলেন মন্ধানারা। ব্যাটে-বলে জয়ের নায়ক হ্যারিস। বল হাতে ২ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাট হাতে করলেন ৭৫ রান।ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভাল করে ইউপি। ফিবি লিচফিল্ড চোটে ছিটকে যাওয়ায় এই ম্যাচে অধিনায়ক মেগ ল্যানিংয়ের সঙ্গে ওপেন করেন দীপ্তি শর্মা। ভাল খেলছিলেন তাঁরা। ওপেনিং জুটিতে ৮ ওভারে ৭৪ রান ওঠে। বেঙ্গালুরুকে খেলায় ফেরান নাদিন ডি ক্লার্ক। নবম ওভারের প্রথম বলেই ৪১ রানের মাথায় ল্যানিংকে আউট করেন তিনি। সেই ওভারেই ফেরান এমি জোনসকে। জোড়া ধাক্কা থেকে বেরাতে পারেনি ইউপি।মাঝের ওভারে পর পর উইকেট পড়তে থাকে ইউপি-র। দীপ্তি টিকে থাকলেও বাকি কেউ রান পাননি। দীপ্তি ৫৫ রান করেন। ডি ক্লার্ক ৪ ওভারে ২২ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন। চলতি প্রতিযোগিতায় প্রথম বার বল করতে এসে হরলীন দেওল (১৪) ও ক্লোয়ি ট্রিয়নের (৬) বড় উইকেট নেন হ্যারিস। ১ করে উইকেট নেন লরেন বেল ও শ্রেয়াঙ্কা পাটিল।১৪৪ রানের লক্ষ্য বড় না হলেও ঝুঁকি নিতে চায়নি বেঙ্গালুরু। প্রথম বল থেকে হাত খোলেন হ্যারিস। চার মেরে ইনিংস শুরু করেন তিনি। আর থামানো যায়নি তাঁকে। ক্রান্তি গৌড়, শিখা পাণ্ডে, দীপ্তি শর্মারা তাঁকে থামাতে পারেননি। অভিজ্ঞ সোফি একলেস্টোনও ব্যর্থ। শেষ পর্যন্ত ৩৭ বলে ৭৫ রান করে আউট হন হ্যারিস। ১৩টি তার ও দু'টি ছক্কা মারেন তিনি। তত ক্ষণে জয়ের কাছে পৌঁছে গিয়েছে দল।বাকি কাজ সারেন মন্ধানা। আরও একটি অর্ধশতরান করেন বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক। চার মেরে খেলা শেষ করেন তিনি। ৪১ বল বাকি থাকতে ম্যাচ জেতে বেঙ্গালুরু। ২৭ বলে ৫৪ রানে অপরাজিত থাকেন মন্ধানা। আটটি চার ও দু'টি ছক্কা মারেন তিনি।৮ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে বেঙ্গালুরু। আপাতত এক সপ্তাহ খেলা নেই তাদের। মন্ধানারা দেখবেন, বাকি চার দলের মধ্যে কারা প্লে-অফে ওঠে। পয়েন্ট তালিকায় সকলের নীচে অভিষেক নায়ারের ইউপি। তবে এখনও সুযোগ রয়েছে তাঁদের। যদি গ্রুপের শেষ ম্যাচে গুজরাত মুম্বইকে বড় ব্যবধানে হারায় ও ইউপি বড় ব্যবধানে দিল্লিকে হারায়, তবেই প্লে-অফে ওঠার সুযোগ থাকবে আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রধান কোচের দলের। নইলে মেয়েদের আইপিএলের ব্যর্থতা নিয়েই আইপিএলে নামতে হবে অভিষেককে।

শিক্ষা হলো সেই সেতু যা অজ্ঞতাকে জ্ঞানের সাথে অন্ধকারকে আলোর সাথে যুক্ত করে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি: রাজ্যের বর্তমান সরকার শিক্ষাকে উন্নয়নের মূল স্তম্ভ হিসেবে গড়ে তোলে ত্রিপুরাকে একটি এডুকেশন হাব হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আগরতলার নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের প্লাটিনাম জুবিলির সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষাকে রাজ্যের উন্নয়নের প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে বর্তমান রাজ্য সরকার পরিকল্পিত ও সুসংহতভাবে কাজ করে চলছে। এরফলেই ত্রিপুরা আজ দেশের তৃতীয় পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ত্রিপুরার সাক্ষরতার হার বর্তমানে ৯৫.৬ শতাংশ। যা একটি ঐতিহাসিক অর্জন। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কেবল পুথিগত জ্ঞানে নয়, বরং মানবিক মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা, আধুনিক প্রযুক্তি, দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তুলছে। নেতাজি স্কুলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই বিদ্যালয়ের একটি আলাদা গড়িমা রয়েছে। এটি শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, বরং ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠন, শৃঙ্খলাবোধ, দেশপ্রেম এবং গুণগত শিক্ষার বিকাশে এক অন্যতম পীঠস্থান। এই বিদ্যালয় রাজ্যের অন্যতম পুরোনো ও মর্যাদাপূর্ণ বিদ্যাপীঠ হিসেবে শিক্ষার পাশাপাশি সমাজ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আজ সারা দেশে এবং বিশ্বে সফলতার পরিচয় বহন করছে। আজকের দিনে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যাদের অবদান রয়েছে তাদেরকেও স্মরণ করার দিন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, শিক্ষার কোনও শেষ নেই। এটি একটি জীবনব্যাপী যাত্রা। যা আমাদেরকে বিকশিত করে। শিক্ষা হলো সেই সেতু যা অজ্ঞতাকে জ্ঞানের সাথে, অন্ধকারকে আলোর সাথে যুক্ত করে। স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধনই হচ্ছে শিক্ষা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও বারবার বলে এসেছেন শিক্ষা কেবলমাত্র পাঠ্যবইভিত্তিক জ্ঞান নয় বরং এটি মূল্যবোধ, বিকাশ ও জাতি গঠনের হাতিয়ার।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা তাঁর বক্তব্যে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পার্সোনালাইজড অ্যাডাপটিভলার্নিং শিক্ষা পদ্ধতি চালু বিভিন্ন বিদ্যালয়কে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে রূপান্তর, আই.সি.টি. সুবিধা প্রদান, স্মার্ট ক্লাস রুম, টিস্কারিং ল্যাব, সুপার ৩০ প্রকল্প, কন্যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূলো বাইসাইকেল প্রদান, চিফ মিনিস্টার্স অ্যানুয়েল স্টেট অ্যাওয়ার্ড চালু, জাতীয় শিক্ষানীতির প্রবর্তন, টি. স্কোয়াফ পদ্ধতি চালু, বিদ্যাসেতু মডিউল, মিশন মুকুল, সহর্ষ কার্যক্রম, পি.এম. জনমন প্রকল্প, একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল স্থাপন, ড্রোন শিক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদির কথা তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা আজ স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, আইন শৃঙ্খলা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে এগিয়ে চলছে। রাজ্যের বর্তমান সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটাল শিক্ষা এবং ছাত্রকল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গুণগত শিক্ষার প্রসারে ও বিদ্যালয়গুলিকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আজকের দিনটি বিদ্যালয়ের একটি মাইলফলক বলে উল্লেখ করেন। তিনি বিদ্যালয়ের সার্বিক সফলতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের একটি বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে। তিনি আশা ব্যক্ত করেন, আগামীদিনে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় শিক্ষানীতিকে পাথেয় করে আরও এগিয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সম্পাদক তথা প্রাক্তন বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা বর্ণালী মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তপন চক্রবর্তী।

মনরেগা বাঁচাও কর্মসূচিতে সামিল রাইমাভ্যালি ব্লক কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩০ জানুয়ারি: রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ডাকে আয়োজিত "মনরেগা বাঁচাও" কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার রাইমাভ্যালি ব্লক কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেসের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন গন্ডাছড়া মহকুমা সদরে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয়। এদিন গন্ডাছড়া মহকুমা সদরের কংগ্রেস দলীয় অফিসের সামনে কংগ্রেস কর্মী ও নেতৃত্বরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে ব্লক কংগ্রেস সভাপতি রঞ্জিত ত্রিপুরা সহ একাধিক নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন। বক্তারা অভিযোগ করেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উদাসীনতার কারণে এমজিএনরেগা প্রকল্প কার্যত ধ্বংসের মুখে। ফলে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জীবিকা মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, এমজিএনরেগা প্রকল্পের নাম অপরিবর্তিত রেখে বছরে ন্যূনতম একশো দিনের কাজ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মজুরি বাড়িয়ে দৈনিক পাঁচশো টাকা করারও জোর দাবি তোলা হয়।

এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাইমাভ্যালি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি রঞ্জিত ত্রিপুরা, সাধারণ সম্পাদক ক্ষিতিশ দাস, ব্লক সেবাদলের সদস্যরা, এসটি কংগ্রেস সংগঠনের নেতৃত্ব সহ কংগ্রেসের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের কর্মীরা।

রেলস্টেশন থেকে নেশা সামগ্রী নিয়ে শহরে আসার পথে আটক দুই পাচারকারী

আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি: আগরতলা রেলস্টেশন থেকে নেশা সামগ্রী নিয়ে শহরের আসার পথে পূর্ব থানার পুলিশের হাতে আটক দুই নেশাকারবারী।

পুলিশ জানিয়েছে, যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশন থেকে চন্দ্রপুর বাঁধের দিকে যাওয়ার সময় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল দু'জনকে। এলাকাবাসীরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে সাথে সাথে পুলিশকে খবর দিয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে তাদের কাছ থেকে এসকফ সহ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতদের পরে পূর্ব থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পুলিশ আরও খতিয়ে দেখছে এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না।

আরও জানা জানিয়েছে, ধৃত দুই ব্যক্তির বাড়ি বিহারের নালন্দা জেলায়। তারা আগরতলা রেলস্টেশন থেকে নেশা সামগ্রী নিয়ে শহরে বিক্রি করার পরিকল্পনা করছিল।

এআই-ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬ প্রজ্ঞাভবনে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি: আগামী ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লির ভারত মন্ডপমে অনুষ্ঠিতব্য ইন্ডিয়া এআই-ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬ এর প্রস্তুতি হিসেবে আজ প্রজ্ঞাভবনে আঞ্চলিক স্তরের এক সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা। কর্মশালায় তিনি বলেন, আসন্ন সামিটের বিষয়ে সকলকে সাম্যক ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী যুবাদের রাজ্য তথা দেশের সম্পদ বলে উল্লেখ করে বলেন, আগামী দিনে যুবসমাজ উন্নত প্রযুক্তির দিক দিয়ে দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবন প্রযুক্তি নির্ভর। এই কর্মশালার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরও সমৃদ্ধ হবেন বলে মুখ্যসচিব আশা প্রকাশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে

দিল্লির এইমস ও ত্রিপুরার সঙ্গে অ্যাকশান টেকেন রিপোর্ট নিয়ে বৈঠক

আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি: নতুন দিল্লিস্থিত এইমস এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা পত্র বা মউ-এর প্রেক্ষিতে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট গত ২৮ জানুয়ারি পর্যালোচনা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, নতুন দিল্লিস্থিত এইমস-এর ডিরেক্টর প্রফেসর (ডা.) এম. শ্রীনিবাস এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে গত ২৮ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার রুমে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এইমস, নতুন দিল্লি এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে গত ১৭ অক্টোবর, ২০২৫ স্বাক্ষরিত সমঝোতা পত্র অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ সংক্রান্ত অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট গত ২৮ জানুয়ারি উপস্থাপন করা হয়। এই মউ অনুসারে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর্মীবাহিনী গঠন, আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আই.টি.-সক্ষম ব্যবস্থার উন্নয়ন সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সংস্কার প্রক্রিয়াধীন ও আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মচারি নিয়োগ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী স্বাস্থ্য অধিকার ও ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে।

ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট, প্রশিক্ষণ ও স্কিল আপগ্রেডেশনের জন্য এইমস-এর সঙ্গে সমন্বয়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও একাডেমিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন বিভাগ চালু, স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্স, সার্ভিস রুল সংশোধন এবং এইমস-এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। হাসপাতাল পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে জরুরি পরিষেবা, আই.সি.ইউ. সম্প্রসারণ, ওটি কার্যকরীকরণ, পি.পি.পি. মডেলে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজ চালু রয়েছে। রোগীর সন্তুষ্টি ও ডিজিটাল উদ্যোগের ক্ষেত্রে "মেরা হাসপাতাল" অ্যাপ বিদ্যমান রয়েছে এবং এইমসের "সন্তুষ্ট" অ্যাপ গ্রহণের বিষয়ে সমন্বয় করা হয়েছে, যাতে রোগীর মতামত সংগ্রহ ও পরিষেবার গুণগতমান আরও উন্নত করা যায়।

উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, এইমস, নতুন দিল্লির সহযোগিতায় রাজ্যের চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সামগ্রিক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই ভিডিও কনফারেন্সে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে, ত্রিপুরা রাজ্য জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা তথা অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সচিব সাজু ওয়াহিদ এ., স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা প্রফেসর (ডা.) এইচ.পি. শর্মা, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডা.) তপন মজুমদার, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. বিধান গোস্বামী। এছাড়া এইমস নতুন দিল্লির শিশু বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা. রমেশ আগরওয়াল-ও এই ভিডিও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে: পর্যালোচনা সভায় তপশিলি জাতিকল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি: চলতি অর্থবছর শেষ হওয়ার আগেই বাজেটে বরাদ্দ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রাণীসম্পদ বিকাশ, মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আজ খোয়াই জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর, মৎস্য এবং প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের কাজকর্মের পর্যালোচনা করে বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারলে নতুন করে প্রকল্পের কাজ শুরু করার জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়ে থাকে। এতে করে জনগণের কাছে বিশেষ করে সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সহজতর হয়। এই তিনটি দপ্তরের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে জনসাধারণকে আরও বেশি করে সচেতন করে তোলার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের স্টাইপেন্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সে বিষয়টি নজরে রাখার জন্য দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। মৎস্য দপ্তরের কাজকর্ম পর্যালোচনা করতে গিয়ে মৎস্যমন্ত্রী শ্রীদাস জলাশয়ের সংখ্যা বাড়ানো, পুরোনো জলাশয় সংস্কার করে মাছচাষের উদ্যোগ নেওয়া, বিভিন্ন জলাশয়ে বেশি করে মাছের পোনা ছাড়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি তিনি মৎস্যচাষিদের আরও বেশি করে বিজ্ঞানসম্মত মাছ চাষ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন। মৎস্যমন্ত্রী এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত নিরসনের জন্য জনপ্রতিনিধিদের সাথে কথা বলে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্যও দপ্তরের আধিকারিকদের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় (দত্ত), সহকারী সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পন্থ প্রাণীসম্পদ বিকাশ, তপশিলি জাতি কল্যাণ এবং মৎস্য দপ্তরের সচিব দীপা ডি. নায়ার, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ভাস্কর ভট্টাচার্য, খোয়াই জেলার ৬টি ব্লকের বিডিওগণ, খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের সদস্যগণ, বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

খোয়াইয়ে অনুষ্ঠিত জেলাভিত্তিক 'উদ্যম সমাগম ২০২৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি: আজ দুপুর ১২টায় খোয়াইয়ের পুরাতন টাউন হলে শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে জেলাভিত্তিক উদ্যম সমাগম ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পানথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই আইটিআই কলেজের প্রিন্সিপাল প্রণয় দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বাজারজাতকরণে সহায়তা করা এবং বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা।

অভয়নগরে জলাতঙ্ক প্রতিরোধে টিকাদান শিবির, পথ কুকুরদের এন্টি-রেবিস টিকা ও বন্ধ্যাত্বকরণ কার্যক্রম

আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি: আজ অভয়নগর রাজ্য পশুচিকিৎসা হাসপাতালে পশ্চিম জেলা পশু সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর এবং ত্রিপুরা ভেটেরিনারি ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১৪ জানুয়ারি থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত জলাতঙ্ক প্রতিরোধী টিকাদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শিবিরের উদ্বোধন করেন পশ্চিম জেলার জিলা সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, কর্পোরেটর বাপি দাস, এবং ত্রিপুরা ভেটেনারি ডক্টর অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডক্টর সুজিত সাহা। এছাড়া শিবিরে অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে পথ কুকুরদের এন্টি-রেবিস টিকা প্রদান করা হয় এবং তাদের বন্ধ্যাত্বকরণ কার্যক্রমও সম্পন্ন করা হয়। পশু চিকিৎসকরা জানান, এই ধরনের কার্যক্রম জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ এবং পথ কুকুরজনিত সমস্যাগুলি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩০ জানুয়ারি: ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে জাতীয় কন্যা দিবস উপলক্ষে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে শুক্রবার এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২৪ শে জানুয়ারি জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে আজ কৈলাসহরে ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঊনকোটি জেলা ভিত্তিক এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে। প্রথমে বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত কন্যা শিশুদের নিয়ে এক রেলি করা হয় শহরের রাজপথে।এরপর ছাত্রীদের মধ্যে ওপেন কুইজ প্রতিযোগিতা করা হয়।

মঠ চৌমুহনী বাজারে উচ্ছেদ অভিযান নিগমের

আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি : মঠ চৌমুহনী এলাকার এইচডিএফসি ব্যাংকের সামনে সরকারি জমি বেআইনিভাবে দখল করে ব্যবসা চালানোর খবর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে আগরতলা পুর নিগম। পুর নিগমের পূর্ব জোনের পক্ষ থেকে ওই অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানের সময় ভেঙে দেওয়া হয়েছে দখল করা ফুটপাত।

এদিনের উচ্ছেদ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর সুখময় সাহা এবং টাস্কফোর্সের অন্যান্য সদস্যরা। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই জায়গা সরকারি অনুমতি ছাড়া দখল করে ব্যবসা চলছিল, যা শহরের চলাচল ব্যাহত এবং নাগরিকদের অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কর্পোরেটর সুখময় সাহা বলেছেন, শহরের সরকারি জায়গা রক্ষা এবং নাগরিকদের জন্য নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এমন অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পিগারি ও গোটারি নিয়ে আন্তঃরাজ্য এক্সপোজার ভিজিটে অংশ নিলেন পিজি সদস্য ও পশুসখীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া ,৩০ জানুয়ারি: গন্ডাছড়া সাব-ডিভিশনাল ভেটেরিনারি হাসপাতালের ভেটেরিনারি অফিসার ডা. আশীষ জমাতিয়ার উদ্যোগে শুক্রবার টি আর ই এস পি প্রকল্পের অধীনে টি আর ই এস পি'র অন্তর্গত ১৮ জন পিজি সদস্য ও পশুসখীদের নিয়ে পিগারি ও গোটারি বিষয়ক একটি আন্তঃরাজ্য এক্সপোজার ভিজিট অনুষ্ঠিত হয়।

এই এক্সপোজার ভিজিটটি কে ভি কে সালেমায় আয়োজিত হয়। ভিজিট চলাকালীন অংশগ্রহণকারীরা পিগারি ও গোটারি সম্পর্কিত আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে সরাসরি ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করেন। বিশেষ করে উন্নত জাত নির্বাচন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও লাভজনক খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এই আন্তঃরাজ্য এক্সপোজার ভিজিটের মূল উদ্দেশ্য হলো আগামী দিনে যেসব প্রোডিউসার গ্রুপ পিগারি ও গোটারি নিয়ে কাজ করবেন, তাঁদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা। এর ফলে তাঁরা পিগারি ও গোটারি কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নত উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারবেন এবং পশুপালনের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে সক্ষম হবেন।

তৃতীয় ফেনী ভিউ কবিতা উৎসবের প্রস্তুতি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি , বিলোনীয়া, ৩০ জানুয়ারি: আর মাত্র এক সপ্তাহ পরেই কবিতার জমজমাট আসর বসতে চলেছে ফেনী নদীর তীরে। দীর্ঘ এক বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে তৃতীয় ফেনী ভিউ কবিতা উৎসবের। বিগত বছরগুলোতে সাড়া জাগানো এই অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গীণ সফল করার লক্ষ্যে গত ২০শে জানুয়ারী সাব্রুম সেল্টার হাউসে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তুতিসভায় বরিষ্ঠ কবি অশোকানন্দ রায়বর্ধন,গদ্যকার দীপক দাস ছাড়াও বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তুতিসভা থেকে ২১ সদস্যক এক কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।সভার শেষে উৎসব আয়োজক কমিটির পক্ষে যুগ্ম কনভেনার কবি সাচীরাম মানিক এবং কবি ও অপাংশু দেবনাথ জানান, আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ফেনী ভিউ কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার টাক্কাতুলসী বনভূমির রূপ মাধুরী ভরা আমলীঘাটের সন্ন্যাসী টিলায়।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক সফলভাবে রাজ্যব্যাপী এমএসএমই, কৃষি ও কৃষি-সহায়ক খাতে মেগা ক্রেডিট আউটরিচ কর্মসূচি সম্পন্ন করল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি: ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক রাজ্যের সমস্ত ৮টি জেলাজুড়ে কৃষি, কৃষি-সহায়ক ও এমএসএমই খাতকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বিস্তৃত ক্রেডিট আউটরিচ কর্মসূচি সফলভাবে আয়োজন করেছে। মাসব্যাপী এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল যোগ্য গ্রাহকদের সময়োপযোগী ও প্রয়োজনভিত্তিক ঋণ সহায়তা প্রদান করা, যার মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি জোরদার করা এবং রাজ্যে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।

এই কর্মসূচিতে রিজিওনাল ম্যানেজারগণ ও তাঁদের সংশ্লিষ্ট দল, হেড অফিসের জেনারেল ম্যানেজার, চিফ ম্যানেজারসহ অন্যান্য ঊর্ধতন কর্মকর্তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সম্মানীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের দিকনির্দেশনা ও নেতৃত্বে এই উদ্যোগটি পরিচালিত হয়। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিদেরযেমন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (ঙ্গঞ্চ), পুলিশ সুপার (ছঞ্চ), সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট (ছঙ্গঞ্চ), ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার (ষ্কঙ্গঞ্জ) ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের উপস্থিতি ও সহায়তায় কর্মসূচিটি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

এই লক্ষ্যভিত্তিক আউটরিচ কার্যক্রমের ফলে ব্যাংক রাজ্যজুড়ে কৃষি, কৃষি-সহায়ক ও এমএসএমই খাতে মোট ৬৩.৬৭ কোটি ঋণ বিতরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এই সাফল্য কৃষক, উদ্যোক্তা, কারিগর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য উল্লেখযোগ্য আর্থিক প্রণোদনা জুগিয়েছে, যা জীবিকাসৃষ্টির পাশাপাশি সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

কর্মসূচিটির কার্যকর বাস্তবায়ন, ব্যাপক পৌঁছনো ও ইতিবাচক প্রভাবের জন্য সকল অংশীজনের কাছ থেকে ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে। এই উদ্যোগের সাফল্য ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের অগ্রাধিকার খাতসমূহকে সমর্থন করা এবং ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন যাত্রায় সক্রিয় ভূমিকা পালনের অটল প্রতিশ্রুতিকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক ভবিষ্যতেও উদ্দেশ্যনির্ভর ও জনকেন্দ্রিক ব্যাংকিং উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের ক্ষমতায়ন এবং রাজ্যের ক্রেডিট ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas